২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী
Agricultural/Rural Credit Policy and Programme for the FY 2010-2011

কৃষি ঋণ বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bangladeshbank.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ

সূত্র নং-এসিডি সার্কুলার নং- ১৪

তারিখঃ ০৬ শ্রাবণ, ১৪১৭ / ২১ জুলাই, ২০১০

প্রধান নির্বাহী,
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক এবং
বিআরডিবি ও বিএসবিএল

প্রিয় মহোদয়,

২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী
Agricultural/Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2010-2011

২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে যা এতদ্সঙ্গে সংযোজিত হলো।

উক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচী অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে স্ব-স্ব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় খাত/উপখাতভিত্তিক শাখাওয়ারী ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত আগামী ০৫ আগস্ট ২০১০ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

এ নীতিমালা ও কর্মসূচী ০১ জুলাই, ২০১০ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

সংযোজনী ঃ পৃষ্ঠা ০৫ হতে পৃষ্ঠা ৪৩।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এস, এম, মনিরুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১২০৯৪৭

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১.০ ভূমিকা ৯

২.০ বিগত অর্থবছরের (২০০৯-২০১০) কৃষি/পল্লী নীতিমালা ও কর্মসূচীর পর্যালোচনা ৯

২.০১ বিগত অর্থবছরের (২০০৯-২০১০) বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ৯

২.০২ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন ১০

২.০৩ কৃষি/গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম ১০

২.০৪ মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা ১০

৩.০ ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বছরের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১১

৪.০ ২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ১১

৫.০ কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ১৩

৫.০১ প্রকৃত কৃষক/ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ ১৩

৫.০২ ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা ১৩

৫.০৩ আবেদন ফরম সহজীকরণ ১৩

৫.০৪ আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তি স্বীকার ও বিবেচনা ১৩

৫.০৫ আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের চার্জ/ফি ১৩

৫.০৬ ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ১৩

৫.০৭ জামানত ১৪

৫.০৮ ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা ১৪

৫.০৯ কৃষি ঋণ পাশ বই ১৪

৫.১০ ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ ১৪

৫.১১ মিশ্র ফসল/ সাথী ফসল/ রিলে চাষ ১৪

৫.১২ শস্য বহুমুখীকরণ ১৪

৫.১৩ এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার ১৫

৫.১৪ কৃষি ঋণের core খাতে ঋণ বিতরণ ১৫

৫.১৫ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ১৫

৫.১৬ দশ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টধারীদের একাউন্টের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং উক্ত একাউন্ট সচল রাখতে উৎসাহ প্রদান ১৫

৫.১৭ আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতির ব্যবহার ১৫

৫.১৮ চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন/কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আওতায় কৃষি ঋণ প্রদান ১৬

৫.১৯ মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদন প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান ১৬

৫.২০ কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় আউটসোর্সিং এর ব্যবহার ১৭

৬.০। কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী ঃ-

৬.০১ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত খাত/ উপখাতসমূহ ১৭
৬.০২ ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ১৭
৬.০৩ ফসল খাতে ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ ১৭
৬.০৪ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ঋণ প্রদান ১৭
৬.০৪.১ মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান ১৭
৬.০৪.২ উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান ১৭
৬.০৪.৩ জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান ১৮
৬.০৫ প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের জন্য ঋণ ১৮
৬.০৫.১ গবাদিপশু ১৮
৬.০৫.২ সমন্বিত গরু পালন (গাভী পালন /গরু মোটাতাজাকরণ) ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন ১৮
৬.০৫.৩ পোলট্রি খাত ১৮
৬.০৬ সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ ১৯
৬.০৬.১ ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণ ১৯
৬.০৬.২ সৌরশক্তি চালিত সেচযন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান ১৯
৬.০৭ শস্য / ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান ১৯
৬.০৮ উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান ২০
৬.০৯ টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান ২০
৬.১০ পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান ২০
৬.১১ নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ ২০
৬.১২ বিশেষ/অগ্রাধিকার খাতসমূহে ঋণ বিতরণ ২০
৬.১২.১ নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতী (২%) হার সুদে ২০
৬.১২.২ লবণ চাষ ২১
৬.১২.৩ পান চাষ ২১
৬.১২.৪ মধু চাষ ২১
৬.১২.৫ অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ২২
৬.১২.৬ প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ প্রদান ২২
৬.১২.৭ সফল কৃষক ২২
৬.১২.৮ মাশরুম চাষ ২২
৬.১২.৯ তাঁত শিল্প ২৩
৬.১২.১০ রেশম চাষ ২৩
৬.১২.১১ তুলা চাষ ২৩
৬.১২.১২ গ্রামীণ অর্থায়ন ২৩
৬.১২.১৩ কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িত নারীদের ঋণ প্রদান.. ২৩
৬.১২.১৪ শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে ঋণ প্রদান ২৩

৭.০ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সহায়ক বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ২৪
৮.০ কৃষি ঋণের সুদ ২৫
৯.০ কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ২৫
১০.০ কৃষি/পল্লী ঋণ মনিটরিং ২৫
১০.০১ ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং ২৫
১০.০২ কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং ২৬
১০.০৩ জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং ২৬

১১.০ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায় ২৭
১১.০১ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব ২৭
১১.০২ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা ২৭
১১.০৩ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ২৭

১২.০ কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ২৮
১৩.০ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা ২৮
১৪.০ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ ২৯
১৫.০ তথ্য বিবরণী সরবরাহ ২৯
১৬.০ কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতায় প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ ২৯
১৭.০ ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ২৯

পরিশিষ্ট (ক, খ, গ, ঘ, ঙ) ৩০-৪৩

২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী
Agricultural/Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2010-2011

১.০। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কৃষির উন্নয়নের সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন জড়িত। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির যেমন কোনো বিকল্প নেই তেমনি এখনও পর্যন্ত কৃষিই বাংলাদেশের বৃহত্তম কর্মসৃজনকারী খাত। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ, আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করে Balance of Payment-এ ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষির ভূমিকা সর্বাধিক। আবহাওয়ার আনুকূল্যের পাশাপাশি সময়মত কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্বশর্ত। কিন্তু, প্রধানত জীবনধারণের পর্যায়ে (subsistence level)-এ পরিচালিত বাংলাদেশের কৃষিতে বিনিয়োগের সামর্থ অধিকাংশ কৃষকেরই নেই। সেই বিবেচনায় প্রকৃত কৃষকদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ সরবরাহ করা অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া, অদূর ভবিষ্যতে কৃষিকে জীবনধারণের পর্যায় থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখী-করণ, শস্য আবর্তন, কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার, জৈব প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কৃষি খাতে নারীদের অংশগ্রহণ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক।

সরকারের দরিদ্রবান্ধব কৃষি নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে এবং সংশ্লিষ্টদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে বিগত অর্থবছরের (২০০৯-২০১০) কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর মূল দিকগুলো গ্রহণের পাশাপাশি কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সম্প্রসারণে প্রযুক্তির প্রসার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণ, নতুন ফসলাদির ঋণ নিয়মাচার সংযোজনসহ বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে; যা কাঙ্ক্ষিত কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে প্রত্যক্ষ সহায়তার পাশাপাশি পল্লী এলাকায় অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২.০। বিগত অর্থবছরের (২০০৯-২০১০) কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর পর্যালোচনা

পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ১১৫১২.৩০ কোটি টাকার কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। শস্য ও ফসল ঋণের পাশাপাশি কৃষির অন্য দুটি প্রধান খাত- মৎস্য ও পশুসম্পদ খাত, কৃষির সহায়ক খাতসমূহ এবং পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলের আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে উক্ত কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২.০১। বিগত অর্থবছরের (২০০৯-২০১০) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ০৪ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০২ টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩০টি বেসরকারি ব্যাংক, ০৯ টি বিদেশি ব্যাংক, বিআরডিবি এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ মিলে দেশে মোট ১১,১১৬.৮৮ কোটি টাকা কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে; যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৯৬.৫৭%। কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের এ পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০০৮-২০০৯) তুলনায় ১৮৩২.৪২ কোটি টাকা বা ১৯.৭৪% বেশি। উল্লেখ্য যে, কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ মূল ভূমিকা পালন করলেও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে কয়েকটি ব্যাংক ইতোমধ্যে আলাদা কৃষি/পল্লী ঋণ বিভাগ/উপবিভাগ গঠন করে দক্ষ জনবল নিয়োগ এর মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা তৈরি করেছে। বিগত অর্থবছরে তারা নিজেদের শাখার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ঋণসহ কৃষির মূল খাতসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ বিতরণ করেছে।

২.০২। গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন

- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক প্রায় ৮৮ লক্ষ হিসাব খোলা হয়। উক্ত একাউন্টসমূহের মাধ্যমে ডিজেল ক্রয়ে সহায়তা বাবদ কৃষকদেরকে সরকার কর্তৃক প্রায় ৭২২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ১০,৯৬৭ টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রায় ২.২৪ লক্ষ কৃষকের মাঝে প্রায় ৩৮২.৫৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়।
- ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১৭.২৯ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ৪৭৬৫ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ১৩শ'র বেশি কৃষক, যারা ইতোপূর্বে ব্যাংক ঋণ সুবিধা পাননি, ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে এসে তাদের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ৪.৩৮ কোটি টাকা কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- বিগত (২০০৯-২০১০) অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৪.৪৫ লক্ষ নারী বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ১১২৩ কোটি টাকা কৃষি/পল্লী ঋণ পেয়েছেন।
- বিগত (২০০৯-২০১০) অর্থবছরে ৩৫১১ জন সফল কৃষক বিভিন্ন ব্যাংক হতে ১৪.৮৬ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ টি জেলায় প্রায় ১২ হাজার উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র ৫% সুদে ১৭.৭৫ কোটি টাকারও বেশি ঋণ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।
- বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মোবাইল ফোন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ যোগাযোগ মাধ্যম। কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের মোবাইল নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে মোবাইল ফোনে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া হয়।
- এছাড়া ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে নানা অনিয়ম সংক্রান্ত সরাসরি অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি নির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের পর ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। উক্ত টেলিফোন নম্বরে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

২.০৩। কৃষি/গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম

- ব্যাংক ঋণ সুবিধা বঞ্চিত বর্গাচাষিদের মাঝে কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় গত অর্থবছরে ব্র্যাকের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩৫টি জেলার ১৫০টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা প্রায় ৬৭৫০০ জন বর্গাচাষি শস্য ও ফসল ঋণ বাবদ প্রায় ৭৪.৬২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল উৎপাদনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের (NCDP) মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে শেষ হয়। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার ৬১ টি উপজেলায় ১৭৪ কোটি টাকার রিভলভিং ফান্ড হতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত অর্থবছরে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের হোলসেলিং-এ ৪ (চার)-টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের জন্য ৪০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে।
- বিদ্যুৎ সুবিধাবিহীন এলাকায় সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প এবং গবাদি খামারে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত স্কীমের আওতায় ৫০.৩০ লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২.০৪। মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা

কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের কৃষক বান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার দরুণ সামগ্রিকভাবে চাহিদা সমুন্নত ছিল; যা উৎপাদনশীল খাতের ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার মাঝেও ২০০৯ সালে আশানুরূপ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বের অর্থনীতি মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে ২০১০ সালের শুরুর দিকে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির পরও দেশের মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে ছিল। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাওর এলাকায় ব্যাপক বন্যা এবং উত্তরাঞ্চলে অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও সার্বিকভাবে কৃষি উৎপাদন ভাল হয়েছে যার ফলে খাদ্যপণ্যের মূল্য দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের অধিকাংশ প্রতিবেশি দেশের তুলনায় কম ছিল; যা সামগ্রিকভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখেছে।

৩.০। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে চলতি অর্থবছরে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার ৬১৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ক')। এই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা মূল বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও আকারের বিচারে এই লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-২০১১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের প্রায় ৯.৫% (জাতীয় বাজেটের আকার ১ লক্ষ ৩২ হাজার ০১ শত ৭০ কোটি টাকা)। বিগত ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের তুলনায় এবারের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৯.৬% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪.০। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি ঋণের প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা- শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- কৃষি ঋণ সুবিধায় বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থের যোগান দেয়া কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কৃষি ঋণ বিতরণে আরও স্বচ্ছতা আনতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।
- প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষকদের ঋণের আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। কৃষকদের কোনো ঋণ আবেদন বিবেচনা করা না গেলে তা একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রকৃত প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে কৃষি ঋণ দিতে হবে।
- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষিপণ্যের বিপরীতে শস্যগুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করতে হবে।
- সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের সফলতায় অন্য কৃষকরাও উৎসাহিত হয়।
- ডাল, তৈলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল ও ভুট্টা আমদানিতে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে এ সব ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের রেয়াতী সুদ হারে ঋণ প্রদান করতে হবে। ব্যাংকসমূহ যাতে দ্রুত ভর্তুকি সুবিধা পায় এজন্য ভর্তুকি প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে।
- কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতিতেও প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে হবে। সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন খাতে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করতে হবে।
- কৃষি এবং এর সহায়ক খাতের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করতে নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বা আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার/বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ডিলারশিপ অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
- প্রতিটি জেলায় ডেপুটি কমিশনারদের নেতৃত্বে গঠিত জেলা কৃষি ঋণ কমিটিকে আরো সক্রিয় করতে হবে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মনোনীত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।
- কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় আউটসোর্সিং এর ব্যবহার করা যাবে।
- কৃষি/পল্লী ঋণ শতভাগ বিতরণ ও আদায়ের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপসহ কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।
- ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণের, বিশেষ করে শস্য/ফসল ঋণের আবেদন ফরম সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় কৃষকদেরকে প্রয়োজনে কন্ট্রাক্টর (সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় কিছুটা পরিবর্তন আনার পাশাপাশি লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ, জলাবদ্ধ ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ, খরাপ্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনকারী কৃষি উদ্যোগে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ চাষিদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে।
- নতুন ঋণ নিয়মাচারে কমলা, স্ট্রবেরি, আগর, পেঁয়াজ বীজ ও মধু চাষ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- সিলেট অঞ্চলে আদিবাসীদেরকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পান চাষে গ্রুপভিত্তিতে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা বিষয়ে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্ব-স্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- স্ব-স্ব ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় ও বিতরণ ব্যবস্থায় অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হবে।
- কৃষি ঋণের জন্য যাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনে স্ব-স্ব ব্যাংকে পৃথক Recovery cell গঠন করতে হবে।

৫.০। কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ পদ্ধতি

৫.০১। প্রকৃত কৃষক/ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ

ব্যাংকসমূহ কৃষি/পল্লী ঋণের আবেদনকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড-এর ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করবে। সম্প্রতি কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের বিপরীতে নগদ মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণ পূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট একাউন্ট/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড-এর ভিত্তিতেই প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যেতে পারে। জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.০২। ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা

কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ কৃষি ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িতরাও কৃষি/পল্লী ঋণের সংশ্লিষ্ট খাতে ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। তবে, সাধারণভাবে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাগণ নতুন ঋণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৫.০৩। আবেদন ফরম সহজীকরণ

কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করতে কৃষি ঋণ, বিশেষত শস্য/ফসল ঋণের ক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়া যতদূর সম্ভব সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফরম পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়, ফরমে যাচিত তথ্যের ব্যবহার তথা উপযোগিতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণের, বিশেষ করে শস্য/ফসল ঋণের আবেদন ফরম সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় সে জন্যে আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে।

৫.০৪। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তি স্বীকার ও বিবেচনা

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা নির্ধারিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী আবেদনকারীর বার্ষিক প্রয়োজনীয় ফসল ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এককালীন মঞ্জুর করবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ফসল উৎপাদনের মৌসুম শুরু হবার অন্ততঃ ২০ দিন পূর্বে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ কৃষকদের বার্ষিক ফসল উৎপাদন পরিকল্পনাসহ আবেদনপত্র গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে, পরবর্তীতে কৃষকদের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনায় যুক্তিযুক্ত পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে।

গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যৌক্তিকীকরণ এবং গ্রাহকের কোনো অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বাতিলকৃত আবেদনপত্রগুলো বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল এবং স্ব-স্ব ব্যাংকের নিরীক্ষা দলের যাচাইয়ের জন্য রেজিস্টারটি সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.০৫। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ

শস্য/ফসল ঋণের আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ/ব্যাংকের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ বাবদ কোনো ধরনের ফি/চার্জ ধার্য করবে না।

৫.০৬ ঋণের সর্বোচ্চ সীমা

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে নির্ধারিত হারে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ২.৫ একর পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে। উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদাকার জমিতে কৃষি ঋণের আবেদন ব্যাংকসমূহ তাদের প্রচলিত শর্তে বিবেচনা করতে পারবে।

৫.০৭। জামানত

সাধারণভাবে ৫ একর (ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ২.৫ একর) পর্যন্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শুধু সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধন (Crop Hypothecation) -এর বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে ৫ একর (ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ২.৫ একর) -এর বেশি জমি চাষাবাদের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা/না করা বিষয়টি ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই প্রচলিত শর্তে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ/ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.০৮। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা

"লিড ব্যাংক" পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে ফসলসহ কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করবে। তবে, অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের কোন আগ্রহী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবে। এজন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাংক শাখাসমূহের মধ্যে ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা বিনিময় করতে হবে। এছাড়া, বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় লিড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় যে ইউনিয়ন যে ব্যাংক শাখার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সেই ব্যাংক শাখা হতে অনাপত্তিপত্র নিয়ে উক্ত এলাকায় বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করবে।

৫.০৯। কৃষি ঋণ পাশ বই

কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য 'পাশ বই' আবশ্যক এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নতুন ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ বই ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, পাশ বইয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট গ্রহণযোগ্য হবে।

৫.১০। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা পরিশিষ্ট "ঙ" তে সন্নিবেশিত হ'ল। তবে সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য ঋণ বিতরণকাল ও পরিশোধসূচি স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারবে। অঞ্চলভেদে শস্য বপন/রোপণের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপন/রোপণ বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপণের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৫.১১। মিশ্র ফসল/ সাথী ফসল/ রিলে চাষ

যে সব অঞ্চলে মূল ফসলের পাশাপাশি একই সময়ে একই জমিতে অন্য একটি সাথী ফসল উৎপাদন সম্ভব সে এলাকায় আগ্রহী কৃষকদেরকে মূল ফসলের জন্য প্রদত্ত ঋণের সাথে সাথী ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। এ জন্য পরিশিষ্ট ''ঘ" তে সাথী ফসলের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণযোগ্য। উক্ত পরিশিষ্টে উল্লেখ নেই এমন মিশ্র ফসল/ সাথী ফসল/ রিলে চাষের ক্ষেত্রে স্থানীয় উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.১২। শস্য বহুমুখীকরণ

দেশকে খাদ্য উৎপাদনে দ্রুত স্বয়ম্ভর করা এবং জনগণের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলু, ডাল, তৈলবীজজাত খাদ্য, ভুট্টা ইত্যাদির বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য "শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর" মাধ্যমে উক্ত ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সাধারণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে ঋণ প্রদানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে।

৫.১৩। এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার

অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরন অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডালজাতীয় শস্য, কলা, কমলা, আগর, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদন হয়, সে সকল এলাকায় ঐসব ফসলের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসের মাধ্যমে অর্জিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেও এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

৫.১৪। কৃষি ঋণের core খাতে ঋণ বিতরণ

কৃষির প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা- শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫.১৫। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক এবং বর্গাচাষিরা যাতে সহজে এবং সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিশেষ করে শস্য ও ফসল ঋণ পান তা নিশ্চিত করার জন্য যতদূর সম্ভব ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।

৫.১৬। দশ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টধারীদেরকে একাউন্ট এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং উক্ত একাউন্ট সচল রাখতে উৎসাহ প্রদান

ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য কৃষকদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ করা যেতে পারে। এছাড়া, কৃষকদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে এ সকল একাউন্টে জমাকৃত অর্থের ওপর সঞ্চয়ী আমানত হিসাবে প্রদত্ত স্বাভাবিক সুদ হারের চেয়ে কিছুটা বেশি হারে সুদ প্রদান করা যেতে পারে। এ সমস্ত একাউন্টকে সচল রাখার জন্য গ্রামাঞ্চলের un-tapped savings সংগ্রহে ব্যাংকসমূহ উদ্যমী ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিন্ট্যান্স এ সমস্ত একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করার জন্যও কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। যে সব কৃষকের এই ধরনের একাউন্ট রয়েছে তারা যদি মেয়াদি আমানত রাখেন তবে তাদেরকে আমানতের ৯০% পর্যন্ত স্বাভাবিক হারের চেয়ে কিছুটা কম সুদ হারে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, স্বল্প পানিতে পাট পচানোর উপকরণ সহায়তা হিসাবে দেশের মোট ১৫ লক্ষ পাট চাষির প্রত্যেককে ২০০ টাকা করে মোট ৩০ কোটি টাকা সরাসরি তাদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১৭। আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি

কৃষি ঋণ বিতরণের অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তিন (৩) বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি (Revolving crop credit limit system) প্রচলন করা হয়েছে। অবিরাম ফসল উৎপাদনের সংগে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এ পদ্ধতির আওতায় ঋণ সুবিধা পাবেন। এই ঋণ বিতরণের জন্য ইতোপূর্বে বিতরণকৃত সকল শস্য ঋণের সমুদয় সুদাসল আদায় করে পুনঃডকুমেন্টেশন ব্যতিরেকেই ঋণ নবায়নপূর্বক পুনরায় ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা যাবে। দলিলাদি সম্পাদন যথাসম্ভব সহজীকরণ করতে হবে। ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকদের নিকট ক্ষমতা অর্পণ (Power delegate) করবে। ঋণ মঞ্জুরির পর উৎপাদন পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলে এবং ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ পুনরায় ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে পারবেন। ঋণের জামানত, ঋণসীমা, সুদের হার ইত্যাদি সম্বলিত এ স্কীম কৃষি ঋণ নীতিমালার আলোকে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রণয়ন করবে।

৫.১৮। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের ঋণ প্রদান

উৎপাদনকারী কৃষক এবং বৃহদাকারে কৃষি পণ্য ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা বাজারজাতকরণের খরচ কমিয়ে আনার মাধ্যমে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে ভূমিকা রাখতে পারে। ইদানিং বাংলাদেশে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, রপ্তানি এবং বাড়তি ভোগ চাহিদা সৃষ্টি হওয়ার কারণেই মূলত দেশে কিছু কিছু কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জুস, চিপস, চানাচুর, পোল্ট্রি ফিড, ক্যাটল ফিড, ফিস ফিড ইত্যাদি শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ গুণগত মান ঠিক রেখে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দেশের কোনো কোনো এলাকায় কৃষকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থায় যেতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী কৃষকগণ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা পেতে পারেন। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় কৃষি কাজে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রয়োজনে কন্ট্রাক্টর (সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান)-এর নিকট থেকে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে গ্যারান্টি গ্রহণ করবে।

৫.১৯ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম

বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা হয়। যে সকল ব্যাংকের পল্লী অঞ্চলে শাখার সংখ্যা অপ্রতুল তারা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবেঃ

ক) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী উভয় ধরনের ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ রীতি প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে।

খ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির উল্লেখসহ একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদেরকে অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরিপত্র / চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য যথা-ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থায়ন প্রকৃতই কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে।

ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ছাড় করার পর উক্ত অর্থ কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ হবার পরই কেবলমাত্র তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট গণ্য হবে।

ঙ) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার নূন্যতম ৬০% শস্য/ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে তা অর্জনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI)-কে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি শস্য/ফসল খাতেও ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৫.২০। কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় আউটসোর্সিং এর ব্যবহার

যে সকল ব্যাংকের শাখা/জনবলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে সকল ব্যাংক তাদের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্বাচন, ঋণ প্রস্তাব তৈরিকরণ, মূল্যায়ন, মঞ্জুরি, ঋণ বিতরণ, মনিটরিং, আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে কোন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট/ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

৬.০। কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ফসল উৎপাদনসহ পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ

৬.০১। কর্মসূচীর আওতাভুক্ত খাত/ উপখাতসমূহ

কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত খাত/উপ-খাতসমূহ (যেমনঃ স্বল্প মেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি ঋণের আওতায় বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) পরিশিষ্ট 'খ' তে সন্নিবেশিত হ'ল।

৬.০২। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ

কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলভিত্তিক কৃষি উপকরণ বাবদ খরচের ভিত্তিতে প্রণীত "ঋণ নিয়মাচার" অনুযায়ী একর প্রতি নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ, "শ্রেণিবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষভিত্তিক বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা," ফসল বপন এবং সংগ্রহ মৌসুম অনুযায়ী "ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি" ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল (যথাক্রমে পরিশিষ্ট-**'গ', 'ঘ'** ও **'ঙ'**)।

উল্লেখ্য, কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার নিরিখে ঋণ নিয়মাচারে ফসলভিত্তিক নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাবে। নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে বর্ণিত জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

৬.০৩। ফসল ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ

২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর অধীনে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রাক্কলিত মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০% শস্য ও ফসল ঋণ খাতে বিতরণ করতে হবে।

৬.০৪। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ঋণ প্রদান

৬.০৪.১। মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ ও পুকুরে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। মাছের রেণু উৎপাদন, প্রায় অবলুপ্ত দেশি মাছ (কৈ, মাগুর ও শিং), রুই, কাতলা, মৃগেল ও মনোসেক্স তেলাপিয়া ইত্যাদি চাষের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকারের মৎস্য চাষ নীতিমালার আলোকে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে। ইজারা পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর বন্ধকীর পরিবর্তে ইজারা মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৪.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে - মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুঁটকী মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদেরকে প্রয়োজনে গ্রুপভিত্তিতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৪.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্যচাষে ঋণ প্রদান

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জলাশয়/জলমহাল/হাওরে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবীদের ঋণ প্রদান করতে পারবে। সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। মৎস্যজীবীরা যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৬.০৫। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের জন্য ঋণ

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

৬.০৫.১। গবাদি পশু

ক) হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদিতে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি, পশুখাদ্য প্রস্তুতকারীগণকে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

খ) গরুর পাশাপাশি মহিষ পালন একটি লাভজনক খাত। গরুর মত মহিষ হতেও দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। পাশাপাশি হালচাষ এবং গ্রামীণ পরিবহণেও মহিষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ যে সকল এলাকায় মহিষ পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় মহিষ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০৫.২। সমন্বিত গরু পালন (গাভী পালন /গরু মোটাতাজাকরণ) ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

বাংলাদেশের গ্রামীণ পারিবারিক পরিবেশে ৪ টি গরু এবং একটি বায়ো ডাইজেস্টারের সমন্বয়ে ছোট আকারের গরুর খামার অত্যন্ত কার্যকর এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর ফলে গ্রামীণ অঞ্চলে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অনেক দরিদ্র নারী পুরুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৭ লিটার দুধ (গাভী পালনের ক্ষেত্রে), ১০০ কেজি জৈবসার এবং ১০০ ঘনফুট বায়োগ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমন্বিত গরু পালন (গাভী পালন /গরু মোটা তাজাকরণ) পালনের এ মডেলকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব ঋণ নিয়মাচার ও ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ঋণ প্রদান করবে।

৬.০৫.৩। পোলট্রি খাত

ডিম ও মাংস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে পোলট্রি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করে নেওয়া পোলট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিংকেজ কর্মকান্ড কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু বর্তমানে দেশে ডিম ও মাংসের চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। পোলট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন এবং হাঁস-মুরগির খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির বিভিন্ন লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। পাশাপাশি হাঁস-মুরগীর খাদ্য উৎপাদন খাতেও ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

খ) পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের বিল এবং জলা এলাকাসহ যে সকল এলাকায় পারিবারিক উদ্যোগে হাঁস পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় হাঁস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০৬। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ

দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানির অভাবে এবং হালের বলদের স্বল্পতার কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশে চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মত ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন -ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার এবং অনুরূপ উপখাতে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্‌ভিন্ন, সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া (USG) তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রদান বিবেচনা করতে পারবে এবং তেমন ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো এটিডিপি বা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও ফসল কর্তন, নিড়ানী ও অন্যান্য আন্তপরিচর্যায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য কৃষি ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৬.১। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরি হলে অনেক সময় কৃষকগণ ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। এ জন্য কৃষি যন্ত্র হিসেবে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র বাবদ কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক হতে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.০৬.২। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান

সেচ যন্ত্র চালাতে সাধারণত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ নেই সেখানে সাধারণত ডিজেলচালিত সেচ যন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। অথচ সৌরশক্তি ব্যবহার করেই সেচের কাজ করা সম্ভব। শুকনো মৌসুমে, যখন প্রচুর রোদ ওঠে এবং ক্ষেতে শুষ্কতা/খরা দেখা দেয় তখনই সাধারণত সেচের প্রয়োজন পড়ে। সেই সময়ে সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। বর্ষা মৌসুমে বা মেঘলা আবহাওয়ায় সেচের প্রয়োজন পড়ে না বললেই চলে। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায়; ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাশ্রয়ী। ব্যাংকসমূহ এ ধরনের সেচ যন্ত্র ক্রয়ে কিছুটা দীর্ঘমেয়াদে কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.০৭। শস্য / ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান

শস্য/ফসল ওঠা/কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হন। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আলুর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২.৫ একর জমিতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে ঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে উৎপাদনকারী কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন।

সরকার / সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত গুদাম প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কৃষিঋণ কমিটির উদ্যোগে সংস্কার করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হলে উক্ত গুদামে গুদামজাতকৃত শস্যের বিপরীতে শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৮। উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান

উচ্চমূল্য ফসল বলতে সাধারণত ফলমূল, রকমারি ফুল, সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছগাছড়া, মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদিকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসলগুলো প্রচলিত খাদ্যশস্য বিশেষ করে বোরো (শীতকালীন) ধানের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং এ ফসলগুলোর বাজার সম্ভাবনা অনেক বেশি। উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখবে এবং ঋণ বিতরণ করবে।

বিশেষ বিশেষ সবজি (করল্লা, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি, বরবটি, সীম, মটরশুটি, ঢেঁড়শ, পটল, আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো) , ফল (কলা, লেবু, পেয়ারা, বরই, লিচু, আম, পেঁপে, তরমুজ) এবং মসলা (মরিচ, রসুন, আদা, পেঁয়াজ, হলুদ), তৈলবীজ (উফশী সূর্যমুখী ও চিনা বাদাম) এবং পোলাউর (সুগন্ধি) চাল, উফশী ভুট্টা, মুগ ডাল ইত্যাদি উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিবেচিত।

৬.০৯। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই স্বল্প ব্যয়ে আলু এবং স্ট্রবেরিসহ কিছু কিছু ফল ও ফুল গাছের উন্নতমানের বীজ/চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার খাতে বিনিয়োগ মূলত পুঁজিঘন হলেও তা কিছুটা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের বীজ/চারা সরবরাহের মাধ্যমে কৃষকের উপকারে আসতে পারে। বিনিয়োগ ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক কৃষি ঋণের আওতায় টিস্যু কালচার খাতে ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১০। পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান

সম্প্রতি পাটের জীবন রহস্য (genome sequencing) আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পাট চাষের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে কম পানিতে পাট পচানো, রোগ ও আগাছা প্রতিরোধী, লবণাক্ততা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। পাট চাষ খাতে পূর্ব থেকে ঋণ বিতরণ হয়ে আসলেও সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলে পাট চাষের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে পাট চাষে ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১১। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ

দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করে সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে নার্সারী স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ এবং এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারি উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও চাহিদা অনুয়ায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে। এসব খাতে ঋণ প্রদানের জন্য উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করতে পারবে।

৬.১২। বিশেষ/অগ্রাধিকার খাত সমূহ

৬.১২.১। নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ বিতরণ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় আমদানি বাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এ ধরনের ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে সরকার ঘোষিত ২% রেয়াতী হার সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এ খাতে যথেষ্ট ঋণ বিতরণ হচ্ছে না। সেজন্যেই আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দেশেই ডাল (মাষকলাই, মুগ, মশুর, খেসারি, ছোলা, মটর ও অড়হর), তৈলবীজ (সরিষা, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন), মসলা জাতীয় ফসল (হলুদ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, ধনিয়া) এবং ভুট্টার উৎপাদন বাড়াতে উক্ত ফসলসমূহ চাষের জন্য প্রকৃত কৃষকদেরকে ২% হার সুদে কৃষি ঋণ দিতে হবে।

২% হারে বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ খাতে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের তালিকা ব্যাংক স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা / উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে। ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে কোন কৃষক সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা / উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে রেয়াতী ২% হারের পরিবর্তে স্বাভাবিক সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

উপরোক্ত খাতসমূহে ২% হারে ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ যাতে দ্রুত ভর্তুকি সুবিধা পায় এজন্য সম্প্রতি ভর্তুকি প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থায়:

ক) ব্যাংকসমূহ বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় রেয়াতী সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির পরবর্তী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ক্ষতি পূরণের আবেদন পেশ করবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত সুদ ক্ষতি দাবিসমূহের ন্যূনতম ১০% সরেজমিনে যাচাইয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমে তার নিজস্ব হিসাব হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতি পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক যাচাই প্রতিবেদনসহ পরিশোধকৃত অর্থের বিবরণ অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করলে সরকার সুদ ক্ষতি বাবদ উক্ত পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পুনর্ভরন করবে।

৬.১২.২। লবণ চাষিদেরকে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশে খাবার এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। দেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের সাথে প্রচুর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিরা জড়িত। তাঁরা প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারের ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে লবণ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহকে লবণ চাষের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ বিতরণ করতে হবে।

প্রকৃত লবণ চাষিদেরকে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

জমির ভাড়া, পলিথিন ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবসম্মত ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো একর প্রতি লবণ চাষের জন্য ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। যে সকল লবণ চাষির নিজস্ব জমি রয়েছে তাদের ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জমির ভাড়া বাদ দিতে হবে।

৬.১২.৩। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

দেশে সাধারণভাবে বরজে পান চাষ করা হয়ে থাকে। পান চাষের জন্য ঋণ নিয়মাচার রয়েছে। তবে, সিলেট অঞ্চলে আদিবাসীরা অন্য গাছের গায়ে লতানো পদ্ধতিতে পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত পানের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বরজে পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পানচাষিদেরকে দলভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে।

৬.১২.৪। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

মধু প্রকৃতির একটি অনন্য দান। মধু পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। বাজারে খাঁটি মধুর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ঔষধি গুণের কারণেও মধুর চাহিদা রয়েছে। ক্ষেতে অন্যান্য ফল/ফুল/ফসল আবাদের পাশাপাশি খাঁচায় মৌমাছির চাক সৃষ্টি করে মধু চাষ একটি লাভজনক খাত। যে সব এলাকায় মধু চাষ হয়ে থাকে, সেখানে মৌচাষিদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ সরবরাহ করতে হবে।

ছোট আকারে মৌমাছি পালন ও মধু চাষিদেরকে একক/ গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে।

৬.১২.৫। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান

কৃষি / পল্লী ঋণ সুবিধা বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য লাঘবকরণ কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অনগ্রসর এলাকার কৃষকদের ঋণের ওপর সুদের হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ধার্য করা যেতে পারে।

৬.১২.৬। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ প্রদান

ভূমিহীন কৃষক (জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একরের কম) এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) এবং বর্গাচাষিদেরকে (যে সব কৃষক অন্যের জমি বর্গা চাষ করে এবং নিজস্ব মালিকানায় জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ একর) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষিরা এ নীতিমালার আওতায় কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বর্গাচাষির জাতীয় পরিচয়পত্র (National ID Card) থাকতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কোনো প্রকৃত কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি ঋণ নিতে পারবেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত "কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড" থাকলে এক্ষেত্রে উহাও প্রযোজ্য হবে। সম্প্রতি ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদেরকে সনাক্তকরণের জন্য উক্ত একাউন্ট/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত পৃথক কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না। জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র পাওয়া না গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও ব্যাংক বর্গাচাষিদেরকে কৃষি ঋণ দিতে পারবে। জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রকৃত বর্গাচাষি সনাক্তকরণের পর বার্ষিক শস্য ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বর্গাচাষি যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করা যেতে পারে।

প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে এককভিত্তিতে/গ্রুপভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে।

কোনো বর্গাচাষি যদি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করে, সেক্ষেত্রে ''আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি" নীতিমালা তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। বর্গাচাষির নামে যাতে কোন অ-কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.১২.৭। সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রদান

সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে করে তাদের সাফল্যে অন্যান্য কৃষকরাও উৎসাহিত হবেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদেরকে তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করে বিভিন্ন ব্যাংকে সরবরাহ করা রয়েছে। তবে অনেক সফল কৃষকের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না-ও থাকতে পারে; তাছাড়া তালিকার বাইরে থাকা অনেকে সম্প্রতি সাফল্য লাভ করে থাকতে পারেন। সে প্রেক্ষিতে তালিকায় অনুপস্থিত সফল কৃষকদেরকেও ব্যাংক প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদান করবে।

৬.১২.৮। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ

চাহিদা, পুষ্টিগত দিক ও বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগিতা বিবেচনায় এবং বেকারত্ব নিরসনে ক্ষুদ্র উদ্যোগে মাশরুম চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে মাশরুম চাষে ঋণ প্রদান করতে হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৬.১২.৯। তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশ কৃষি বাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁত ঋণের জন্য পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করে ঋণ বিতরণ করে থাকে। অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহও অনুরূপভাবে কৃষি ঋণের পাশাপাশি গ্রামীণ তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১২.১০। রেশম চাষে ঋণ প্রদান

রেশম জাতীয় বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহীসহ যে সব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রেশম চাষ/রেশম কীট উৎপাদন, তুঁত গাছের চাষ ইত্যাদি কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত কর্মকান্ডে ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৬.১২.১১। তুলা চাষে ঋণ প্রদান

তুলা একটি অর্থকরী ফসল। রবি এবং খরিপ মৌসুমে এর চাষ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ খাতে ঋণ প্রদানের জন্য স্থানীয় তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.১২.১২। গ্রামীণ অর্থায়ন

কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, কামার ও কুমারের কাজ, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন/মধু চাষ, সেলাই মেশিন/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, কাঠের কাজ, মুদি দোকান, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদির সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৬.১২.১৩। কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িত নারীদেরকে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য।

কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তাদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্য তাদেরকে শস্য উৎপাদন, ছোট আকারে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কৃষি কর্মকান্ড যেমন বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকান্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি খাতে নারীদেরকে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.১২.১৪। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান

প্রতিবন্ধীরা যাতে মর্যাদার সাথে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও অবদানমূলক জীবনযাপন করতে পারেন তার জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরন বিবেচনা করে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণের ব্যবস্থা করবে। বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন/মধু চাষ, ক্ষুদ্র মুদি দোকান ইত্যাদি খাতসহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক খাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৭.০ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সহায়ক বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

ক) বর্গাচাষিদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

ব্যাংক ঋণ সুবিধা বঞ্চিত বর্গাচাষিদের মাঝে কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে ব্র্যাক-এর মাধ্যমে গত অর্থবছরে একটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বর্গাচাষিদের মাঝে কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে এ বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম বর্তমান অর্থবছরেও চলমান থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গৃহীত এই ব্যবস্থায় বাংলাদেশের ৩৫ টি জেলার ১৫০ টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা ৩ (তিন) লক্ষ বর্গাচাষি শস্য/ফসল চাষ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মাত্র ১০% সুদে ঋণ সুবিধা পাবেন।

খ) সৌরশক্তি, সমন্বিত গরুপালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচী

পল্লী এলাকায় গৃহ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সৌরশক্তির ব্যবহার, সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গ্রহণ করা হয়। চলতি অর্থবছরেও উক্ত খাতসমূহে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সুনির্দিষ্ট শর্তাধীনে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করা হবে।

গ) উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (NCDP)

বাংলাদেশের একটি দরিদ্রতম অঞ্চল হচ্ছে দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। কৃষিনির্ভর এ অঞ্চলের কৃষকদের বেশিরভাগই ধান উৎপাদন করে থাকে যার বাজার মূল্য তুলনামুলকভাবে কম। উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র নিরসনের উদ্দেশ্যে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্যের সব্জি/ফল/ফসল (অনুচ্ছেদ ৫.১৩ এ বর্ণিত) উৎপাদনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের (NCDP) [যার মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে শেষ হয়েছে] ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনায় ১৭৪ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ড থেকে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের হোলসেলিং এ ৪ (চারটি) MFI-এর মাধ্যমে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার ৬১ টি উপজেলায় ০.২ থেকে ১.২ হেক্টর জমির অধিকারী ২,০০,০০০ (দুই) লক্ষ জন কৃষক (যাদের ৬০% মহিলা)-এর মাঝে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, যা বিগত বছরের ন্যায় বর্তমান অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে।

ঘ) দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SCDP)

উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের সফলতা বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SCDP) নামে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে এ প্রকল্পের অর্থায়ন সংক্রান্ত চুক্তি শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হবে। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করবে। প্রকল্পটির আওতায় রাজশাহী, রংপুর বিভাগের পাশাপাশি খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ২৫ টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার কৃষক এ ঋণ সুবিধা পাবেন। NCDP এর ন্যায় এ প্রকল্পেও উচ্চমূল্য ফসল (অনুচ্ছেদ ৫.১৩ এ বর্ণিত) চাষের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে সেই সাথে উচ্চমূল্য বৃক্ষরোপণের জন্যও এ প্রকল্প হতে ঋণ প্রদান করা হবে। আলোচ্য প্রকল্পে ক্রেডিট কম্পোনেন্ট হিসেবে ২৫.৫ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বেসিক ব্যাংক লি: এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লি: এর হোলসেলিং এ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (MFI)-এর মাধ্যমে চলতি অর্থবছর থেকে কৃষকদের মাঝে এ ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮. ০। কৃষি ঋণের সুদ

কৃষি/পল্লী ঋণের উপর ব্যাংকসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট খাত/উপখাতে ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করবে। তবে কৃষক/ভোক্তা পর্যায়ে প্রযোজ্য কৃষি/পল্লী ঋণের খাত / উপ-খাতওয়ারী সুদের হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। শস্য/ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে সরল হারে সুদ আরোপের প্রচলিত বিধান বহাল থাকবে।

৯.০। কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যতদূর সম্ভব সকল কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রহীতার মোবাইল নম্বর শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণের উদ্যোগ ব্যাংকসমূহকে নিতে হবে। যে সকল কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে, তাদের মোবাইল ফোন নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষকের নিজের মোবাইল ফোন না থাকলে আত্মীয়/প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন নম্বরও সংরক্ষণ করা যাবে। তবে মোবাইল ফোন নম্বর না থাকার অজুহাতে কোনো কৃষককে কৃষি ঋণ প্রদান হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ব্যাংক শাখা/সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় ফোন করে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি ও আদায়ের ব্যাপারে খবরাখবর নিতে হবে। কৃষি ঋণ প্রাপ্তি ও আদায় সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতেও অনুরূপভাবে মাঝে মাঝে মোবাইল ফোনে কৃষকদের খোঁজ খবর নেওয়া হবে।

এছাড়া, কৃষকের সুবিধার্থে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে নীতিগতভাবে সমর্থন প্রদান করা হবে।

১০.০। কৃষি/পল্লী ঋণ মনিটরিং

১০.১। ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি ঋণ নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষি/পল্লী ঋণ মনিটরিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক) সামগ্রিকভাবে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
খ) মোট কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ৬০% শস্য/ফসল খাতে বিতরণ;
গ) মৎস্য ও প্রাণিস্পদসহ কৃষির অন্য দুটি প্রধান খাতে ঋণ প্রদানে গুরুত্ব আরোপ;
ঘ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল হয় সেদিকে গুরুত্ব আরোপ;
ঙ) চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকাসহ অনগ্রসর এলাকা এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান;
চ) প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;
ছ) বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

ব্যাংক শাখা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণ যথাসময়ে বিতরণ, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মাঠ পর্যায়ে ঋণের চাহিদার নিরিখে ব্যাংক শাখা কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ঋণ

সরবরাহের স্বল্পতার কারণে শস্য উৎপাদন কোন ক্রমেই ব্যাহত না হয়। সার্বিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে এবং সময়ে সময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের প্রকৃত কৃষকদের স্বার্থে গৃহীত কৃষি ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগে মনিটরিং উপবিভাগ এবং শাখা অফিসসমূহে মনিটরিং ইউনিট কাজ করছে। কৃষি ঋণ নীতিমালার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উক্ত উপবিভাগ শাখা অফিসসমূহের ইউনিটসমূহের সহযোগিতায় কৃষি ঋণ সংক্রান্ত অফসাইট এবং অনসাইট সুপারভিশন ছাড়াও লিখিত এবং টেলিফোন/মোবাইল ফোনে প্রাপ্ত অভিযোগের ব্যাপারে অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহী/সংশ্লিষ্ট পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও কৃষি ঋণ পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

মনিটরিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাংকসমূহ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তা অফসাইট এবং অনসাইট কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগসমূহের মাধ্যমে মনিটর করা হবে।

১০.৩। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং

মাঠ পর্যায়ে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে লিড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পদ্ধতির আওতায় কোন্ ইউনিয়নে কোন্ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক বা বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা কৃষি ঋণ বিতরণ করবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম তদারকি এবং সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে কৃষি ঋণ কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি কার্যকর ব্যবস্থাও এই পদ্ধতির আওতায় চালু আছে। প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সভাপতি এবং প্রত্যেক জেলায় সুনির্দিষ্ট একটি ব্যাংক লিড ব্যাংক হিসেবে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি মাসিক ভিত্তিতে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলার কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তদারকি এবং সমন্বয়ের এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক। জেলা পর্যায়ে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের অনেকের শাখা থাকলেও অনেক বেসরকারি ব্যাংকের অনেক জেলাতে শাখা নেই। বিদেশি ব্যাংকসমূহের শাখা নেটওয়ার্ক আরও সীমিত। বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ তাদের শাখার মাধ্যমে এবং/অথবা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের (MFIs) সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করছে।

সকল ব্যাংকের অংশগ্রহণে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষি ঋণ কার্যক্রমকে আরও সমন্বিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকমূহের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

লীড ব্যাংক পদ্ধতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিদ্যমান কাঠামোর অন্যান্য সকল দিক অপরিবর্তিত রেখে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হবেঃ-

কোনো জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের শাখার অবস্থা	উক্ত জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অবস্থা	উক্ত জেলার কৃষি ঋণ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের প্রতিনিধিত
ক) সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের শাখা রয়েছে	সংশ্লিষ্ট জেলায় শুধুমাত্র নিজস্ব শাখার মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলার 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
	নিজস্ব শাখার পাশাপাশি ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান নিজস্ব শাখা/জোনের পাশাপাশি উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি/পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
	নিজস্ব শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয় না তবে, ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি/পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
খ) সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই	সংশ্লিষ্ট জেলায় নিজস্ব শাখা না থাকলেও ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর স্থানীয় সমন্বয়কারী ব্যাংকটির পক্ষে 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

১১.০। কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়

১১.০১ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব

ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি এবং সময়সীমা সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এসঙ্গে সংযুক্ত ঋণ পরিশোধসূচির আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর তথা বিপণনের সময় ব্যাংক শাখা ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কৃষি ঋণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনয়ন করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, ঋণ আদায় না হলে বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। ঋণ মওকুফের মানসিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে; কারণ ঋণ মওকুফ করা হলে পরবর্তীতে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে অনাগ্রহ দেখা দেয়। তবে, দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ আদায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সাময়িকভাবে স্থগিত/বিলম্বিত করা যাবে। ব্যাংকসমূহকে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণের প্রেক্ষিতে আর্থিক ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, যাতে কৃষি ঋণের জন্য তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

১১.০২ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা

কৃষি ঋণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.০৩ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

কৃষি/পল্লী ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক) ঋণ আদায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ/আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক বা অন্য যে কোন প্রকার প্রশংসাপত্র/পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

খ) সময়মত সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সুদের ক্ষেত্রে রিবেট প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

গ) দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকা সার্টিফিকেট মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে এককালীন পরিশোধের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ) শ্রেণিকৃত ঋণসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে পরামর্শক্রমে পুনঃতফসিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঙ) যে সমস্ত শাখার মেয়াদোত্তীর্ণ/খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি সে সব শাখার ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথক 'আদায় সেল' গঠন করা যেতে পারে।

চ) কৃষি ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাগম হয় এমন এলাকায় পূর্ব হতে প্রচার চালিয়ে 'কৃষি ঋণ আদায় ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা যেতে পারে।

ছ) কৃষি ঋণ আদায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা যেতে পারে।

১২.০। কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এবং সুবিধাসমূহ জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছানোর স্বার্থে তা ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব ওয়েবসাইটসহ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য শাখার নোটিশবোর্ডে সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

১৩.০ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা

শিল্প ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসসহ বিভিন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের ফলে বিশ্বজুড়ে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা এবং প্রকোপ সারা পৃথিবীতেই বাড়ছে। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি বাড়ার পাশাপাশি জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ঋতু পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। ফলে অসময়ে খরা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টির ঘটনাও ঘটছে। মূলত ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের অন্যতম। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অনেক এলাকায় ইতোমধ্যে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে অনেক এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। কৃষি জমির অবক্ষয়ের ফলে এ সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক এলাকায় খরা বাড়ছে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং নদী ভাঙনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্ব থেকে থাকলেও ইদানিং এসবের প্রকোপ এবং ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক ফসল চাষের সময়ে তারতম্য দেখা দিচ্ছে; অনেক এলাকায় প্রচলিত চাষাবাদে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

যেহেতু ফসলের ক্ষতি হলে প্রদত্ত কৃষি ঋণ আদায় ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেহেতু ব্যাংকসমূহ কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে ঃ

ক) এলাকা ভেদে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হতে পারে;

খ) লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;

গ) জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ;

ঘ) খরা প্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;

ঙ) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসল হানি এড়াতে খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান;

চ) সেচ কাজের জন্য ভূ-নিম্নস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;

ছ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশককের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/কীট নাশকরণ;

জ) বৃক্ষ নিধন করে বা পাহাড় কেটে প্রস্তুতকৃত জমিতে ঋণ প্রদানে ব্যাংকসমূহ রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে;

ঝ) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে বাড়ির ভিটায় ফলমূল, শাক-সব্জি চাষাবাদ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়িতে হাঁস - মুরগি পালন ও বাগান উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।

১৪.০। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ

কৃষি ঋণ বিতরণ বর্তমানে সকল ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু, নীতিমালায় অনেক নতুন বিষয় সংযোজন এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি নতুন হওয়ার কারণে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং অগ্রাধিকার খাতসমূহসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে মাঠ পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারদের মাঝে আরো বেশি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে কৃষি/পল্লী ঋণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

১৫.০। তথ্য বিবরণী সরবরাহ

বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সময়মত সরবরাহ করবে। এছাড়া, সময় সময় যাচিত কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য দ্রুততম সময়ে প্রদান করতে হবে।

১৬.০। কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতায় প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ

গত অর্থবছরে যে সকল ব্যাংক কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি এ বছর তাদেরকে অনর্জিত অংশ যোগ করে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে বলা হয়। স্ব-স্ব ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতায় এবং বিতরণ ব্যবস্থায় অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হবে।

১৭.০। ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন

উপরোক্ত নীতিমালা ও নিয়মাচারের আলোকে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের নির্ধারিত কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের জন্য একটি নিজস্ব বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর বিস্তারিত প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারি করবে।

.....

পরিশিষ্ট 'ক'

২০১০-২০১১ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা

ব্যাংক	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক	৫৬৪০.০০
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৫৭৫.০০*
বেসরকারি ব্যাংক	৩০৪৮.৬৫
বিদেশি ব্যাংক	৫৮২.৭৫
বিআরডিবি ও বিএসবিএল	৭৭১.০০*
মোট	১২৬১৭.৪০

*বিআরডিবি-এর কৃষি/পল্লী ঋণের একটি অংশ সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত হওয়ায় double counting এড়াতে উক্ত অংশ বিআরডিবি-তে না দেখিয়ে শুধুমাত্র সোনালী ব্যাংক-এর লক্ষ্যমাত্রায় দেখানো হয়েছে।

বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী ঃ খাত/ উপখাত

১। স্বল্প মেয়াদি ঋণ

১.১। ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)

(ক) রোপা আমন

(খ) রবি ফসল

১) বোরো

২) গম

৩) আলু

৪) আখ

৫) সরিষা/বাদাম

৬) অন্যান্য রবি ফসল (ডাল, শীতকালীন শাক-সব্জি ইত্যাদি)।

(গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল

১) আউশ/বোনা আমন

২) পাট

৩) ভুট্টা

৪) অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল, গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জি ইত্যাদি)।

(ঘ) তুলা

(ঙ) অন্যান্য ফসল (আদা, কচু, শাক-সব্জি ইত্যাদি)।

১.২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

(ক) মৎস্য চাষ

(খ) চিংড়ি চাষ

(গ) একুয়াকালচার

(ঘ) রেণু উৎপাদন

১.৩। লবণ চাষ

১.৪। অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি কর্মকান্ড (কলা ও বিবিধ)।

১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ।

২। মেয়াদি ঋণ

২.১। সেচযন্ত্রপাতি

ক) গভীর নলকূপ

গ) অগভীর নলকূপ

গ) এল এল পি

ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/ ওয়াটার পাম্প/ ট্রেডল পাম্প।

২.২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

ক) হালের গরু / মহিষ

খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

১) গরু মোটাতাজাকরণ

২) দুগ্ধ খামার

৩) ছাগল / ভেড়ার খামার

গ) হাঁস / মুরগির খামার (পোলট্রি)

২.৩। কৃষি যন্ত্রপাতি

ক) পাওয়ার টিলার

খ) ট্রাক্টর

গ) ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester)

ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি

২.৪। নার্সারী ও উদ্যানভিত্তিক ফসল (কলা, আনারস, বাউকুল, আপেলকুল ইত্যাদি)।

২.৫। পান বরজ।

২.৬। মাশরুম চাষ

২.৭। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকান্ড।

২.৮। গ্রামীণ পরিবহন (নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি)।

২.৯। জলমহাল ব্যবস্থাপনা।

২.১০। অন্যান্য মেয়াদি কর্মকান্ড (রেশমগুটি উৎপাদন, লাক্ষাগাছ, খয়েরগাছ উৎপাদন, রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ ইত্যাদি)।

পরিশিষ্ট 'গ'

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ২০১০-২০১১ইং অর্থবছর

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ক)	দানা শস্য											
১।	আউশ (উফশী)	৩৩০০	৫০০	৫০০	৫০০	২৩০০	৭০০০	২৮০০	১৬৯০০	১৬৯০০	৮৪৫০০	২৮১৭
২।	আউশ (স্থানীয়)	১৫৫০	৪০০	০	২৫০	১৮০০	৫০০০	২৫০০	১১৫০০	১১৫০০	৫৭৫০০	১৯১৭
৩।	রোপা আমন (উফশী)	৩৬০০	৫০০	১০০০	৬০০	২৩০০	৭০০০	৩৮০০	১৮৮০০	১৮৮০০	৯৪০০০	৩১৩৩
৪।	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৮০০	৪০০	০	৩০০	১৮০০	৫০০০	৩০০০	১২৩০০	১২৩০০	৬১৫০০	২০৫০
৫।	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৫০০	৪০০	০	২৫০	১৮০০	৪৫০০	২৫০০	১০৯৫০	১০৯৫০	৫৪৭৫০	১৮২৫
৬।	বোরো হাইব্রিড	৫৮০০	১৩২০	৫০০০	৭০০	২৪০০	৮৫০০	৪০০০	২৭৭২০	২৭৭২০	১৩৮৬০০	৪৬২০
৭।	বোরো (উফশী)	৫৩০০	৫০০	৫০০০	৭০০	২৭০০	৮০০০	৪০০০	২৬২০০	২৬২০০	১৩১০০০	৪৩৬৭
৮।	বোরো (স্থানীয়)	১৮০০	৪০০	২২০০	২৫০	১৮০০	৫৫০০	৩০০০	১৪৯৫০	১৪৯৫০	৭৪৭৫০	২৪৯২
৯।	গম (সেচকৃত)	৩৫০০	৩২০০	১২০০	২৫০	২০০০	৫৫০০	৩৩০০	১৮৯৫০	১৮৯৫০	৯৪৭৫০	৩১৫৮
১০।	গম (সেচবিহীন)	২৬০০	২৬৫০	০	২৫০	২০০০	৩৭০০	২৫০০	১৩৭০০	১৩৭০০	৬৮৫০০	২২৮৩
১১।	কাউন	১৬০০	১৫০	৭০০	১৫০	১৮০০	২৮০০	১৭০০	৮৯০০	৮৯০০	৪৪৫০০	১৪৮৩
১২।	জোয়ার (সরগম)	১৬০০	২০০	৭০০	১৫০	১৮০০	২৮০০	১৭০০	৮৯৫০	৮৯৫০	৪৪৭৫০	১৪৯২
১৩।	বাজরা (পার্লমিলেট)	১৬০০	২৫০	৭০০	১৫০	১৮০০	২৮০০	১৭০০	৯০০০	৯০০০	৪৫০০০	১৫০০
১৪।	বার্লি বা যব	১৩০০	২৫০	১০০০	২৫০	১৮০০	২৪০০	১৭০০	৮৭০০	৮৭০০	৪৩৫০০	১৪৫০
১৫।	চিনা	১৬০০	১৫০	৭০০	১৫০	১৮০০	২৮০০	১৭০০	৮৯০০	৮৯০০	৪৪৫০০	১৪৮৩

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(খ)	অর্থকরী ফসল											
১৬।	পাট	১৬০০	২৫০	০	৫০০	২৪০০	৫৫০০	৩০০০	১৩২৫০	১৩২৫০	৬৬২৫০	২২০৮
১৭।	শন	১০০০	১০০	০	২২০	১২০০	১৮০০	১৬০০	৫৯২০	৫৯২০	২৯৬০০	৯৮৭
১৮।	আখ	৯৬০০	২০০০	২৫০০	১৫০০	৩০০০	৯০০০	৫০০০	৩২৬০০	৩২৬০০	৮১৫০০	৫৪৩৩
১৯।	পান	১৮৮০০	২৩২০০	৩০০০	১৫০০	৩২০০	২৬৭০০	৫০০০	৮১৪০০	৮১৪০০	৪০৭০০০	১৩৫৬৭
২০।	তুলা (আমেরিকান)	৫৩০০	১০০	১০০০	৩০০০	১৪০০	২৪০০	৩৫০০	১৬৭০০	১৬৭০০	৮৩৫০০	২৭৮৩
২১।	তুলা (কুমিল্লা পাহাড়ী)	১২০০	১৫০	০	১২০০	১৪০০	০	৫৫০	৪৫০০	৪৫০০	২২৫০০	৭৫০
২২।	আগর (সুগন্ধি গাছের চাষ)	৬৬০০	১২০০০	৫০০০	৫০০০	১২০০০	৮০০০	১৫০০০	৬৩৬০০	৬৩৬০০	৩১৮০০০	১০৬০০
(গ)	রবি ফসল											
২৩।	সীম	২৬০০	১০০	৫০০	৬০০	২৪০০	৬৫০০	২৮০০	১৫৫০০	১৫৫০০	৭৭৫০০	২৫৮৩
২৪।	লাল শাক	২৪০০	১৫০	৫০০	২২০	১৮০০	৩৬০০	২৮০০	১১৪৭০	১১৪৭০	৫৭৩৫০	১৯১২
২৫।	পালং শাক	২২০০	৯০০	৫০০	২২০	১৮০০	৩৬০০	২৮০০	১২০২০	১২০২০	৬০১০০	২০০৩
২৬।	কলমিশাক	২২০০	৮২৫	৫০০	৩৩০	১৮০০	৩৬০০	১৭০০	১০৯৫৫	১০৯৫৫	৫৪৭৭৫	১৮২৬
২৭।	লাউ	২৬০০	১০০	৬০০	৩৩০	১৮০০	৪৫০০	১৭০০	১১৬৩০	১১৬৩০	৫৮১৫০	১৯৩৮
২৮।	মুলা	৪১০০	১৮০০	১২০০	৫৫০	২৪০০	৪৫০০	১৭০০	১৬২৫০	১৬২৫০	৮১২৫০	২৭০৮
২৯।	ফুলকপি	৪১০০	৫০০	১৭০০	৬০০	১৮০০	৯০০০	১৮০০	১৯৫০০	১৯৫০০	৯৭৫০০	৩২৫০
৩০।	বাঁধাকপি	৪১০০	১০০০	১৭০০	৬০০	১৮০০	৯০০০	১৮০০	২০০০০	২০০০০	১০০০০০	৩৩৩৩
৩১।	ওলকপি	৪১০০	১৮০০	১২০০	৫৫০	১৮০০	৪২০০	১৭০০	১৫৩৫০	১৫৩৫০	৭৬৭৫০	২৫৫৮
৩২।	শালগম	৪১০০	১৮০০	১২০০	৫৫০	১৮০০	৪২০০	১৭০০	১৫৩৫০	১৫৩৫০	৭৬৭৫০	২৫৫৮
৩৩।	গাজর	৩৬০০	১৮০০	১২০০	৫৫০	১৮০০	৪২০০	১৭০০	১৪৮৫০	১৪৮৫০	৭৪২৫০	২৪৭৫
৩৪।	মটরশুটি	২২০০	১৬০০	০	৩৩০	১৮০০	৫০০০	১৮০০	১২৭৩০	১২৭৩০	৬৩৬৫০	২১২২
৩৫।	বরবটি	২২০০	১৬০০	৫০০	৫০০	১৮০০	৫০০০	১৮০০	১৩৪০০	১৩৪০০	৬৭০০০	২২৩৩
৩৬।	লেটুস	২১৫০	৮২৫	৬০০	২২০	১৮০০	৪০০০	১৭০০	১১২৯৫	১১২৯৫	৫৬৪৭৫	১৮৮৩
৩৭।	বেগুন	৫৮০০	২০০	১৫০০	১৫০০	২৪০০	৫৫০০	২৭০০	১৯৬০০	১৯৬০০	৯৮০০০	৩২৬৭
৩৮।	টমেটো	৫৮০০	২০০	১৫০০	১৫০০	২৪০০	৫৫০০	২৭০০	১৯৬০০	১৯৬০০	৯৮০০০	৩২৬৭

বিঃ দ্রঃ আমেরিকান তুলা চাষের জন্য টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করা হলে একর প্রতি ইউরিয়া ১০০ কেজির পরিবর্তে ৭৩ কেজি ব্যবহার করতে হবে।

পরিশিষ্ট 'গ'

-৩-

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ঘ)	খরিপ সব্জি											
৩৯।	শসা	৩৬০০	২০০	৬০০	৩৩০	১৮০০	৫৫০০	১৫০০	১৩৫৩০	১৩৫৩০	৬৭৬৫০	২২৫৫
৪০।	উচ্ছে	২৮০০	৫০০	৫০০	৪০০	১৯০০	৬০০০	১৬০০	১৩৭০০	১৩৭০০	৬৮৫০০	২২৮৩
৪১।	পটল	৩১০০	২০০০	৭০০	৪৫০	২৪০০	৫০০০	২৫০০	১৬১৫০	১৬১৫০	৮০৭৫০	২৬৯২
৪২।	ঢেঁড়শ	২৮০০	২০০	৭০০	৫০০	১৯০০	৩৫০০	১৫০০	১১১০০	১১১০০	৫৫৫০০	১৮৫০
৪৩।	মিষ্টি কুমড়া	৩০০০	১০০	৫০০	৩৩০	১৮০০	৩৫০০	১৫০০	১০৭৩০	১০৭৩০	৫৩৬৫০	১৭৮৮
৪৪।	চালকুমড়া	৩২০০	১৫০	৫০০	৩৩০	১৮০০	৫০০০	১৫০০	১২৪৮০	১২৪৮০	৬২৪০০	২০৮০
৪৫।	কাকরোল	৩৮০০	১৯০০	৫০০	৫৫০	১৮০০	৮০০০	২০০০	১৮৫৫০	১৮৫৫০	৯২৭৫০	৩০৯২
৪৬।	ঝিংগা	৩৬০০	৫০০	৫০০	৩৩০	১৬০০	৫০০০	১৫০০	১৩০৩০	১৩০৩০	৬৫১৫০	২১৭২
৪৭।	চিচিংগা	৩৬০০	৫০০	৫০০	৩৩০	১৮০০	৫০০০	১৫০০	১৩২৩০	১৩২৩০	৬৬১৫০	২২০৫
৪৮।	ধুন্দুল	৩৫০০	৫০০	৫০০	৩৩০	১৮০০	৫০০০	১৫০০	১৩১৩০	১৩১৩০	৬৫৬৫০	২১৮৮
৪৯।	পুঁই	২৪০০	৫০০	৫০০	৩৩০	১৮০০	৪৫০০	১৫০০	১১৫৩০	১১৫৩০	৫৭৬৫০	১৯২২
৫০।	ডাটা	২৪০০	৩০০	৫০০	৩৩০	১৮০০	৩০০০	১৫০০	৯৮৩০	৯৮৩০	৪৯১৫০	১৬৩৮
৫১।	মরিচ	৭৮০০	১০০০	১২০০	১০০০	১৮০০	৬০০০	১৭০০	২০৫০০	২০৫০০	১০২৫০০	৩৪১৭
৫২।	পেঁয়াজ	৭৮০০	৩৬০০	১২০০	৬০০	১৮০০	৬০০০	১৭০০	২২৭০০	২২৭০০	১১৩৫০০	৩৭৮৩
৫৩।	পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন	৯৯০০	২৪৩০০	২০০০	৩০০০	২০০০	১৪০০০	৯০০০	৬৪২০০	৬৪২০০	৩২১০০০	১০৭০০
৫৪।	রসুন	৭৮০০	৪০০০	১২০০	৬০০	১৮০০	৬০০০	১৭০০	২৩১০০	২৩১০০	১১৫৫০০	৩৮৫০
৫৫।	আদা	৫৮০০	৫০০০০	৭০০	৬০০	২৪০০	৬০০০	২৮০০	৬৮৩০০	৬৮৩০০	৩৪১৫০০	১১৩৮৩
৫৬।	হলুদ	৪৮০০	৯০০০	৫০০	৪০০	২০০০	৫০০০	২৮০০	২৪৫০০	২৪৫০০	১২২৫০০	৪০৮৩
৫৭।	জিরা	৩৬০০	১১০০	৫০০	৩৩০	১৯০০	৫৫০০	১৭০০	১৪৬৩০	১৪৬৩০	৭৩১৫০	২৪৩৮

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ঙ)	ফল											
৫৮।	কলা	৯৩০০	১২১০০	১৮০০	১০০০	২৭০০	৭০০০	৮০০০	৪১৯০০	৪১৯০০	২০৯৫০০	৬৯৮৩
৫৯।	পেঁপে	৯০০০	২৫০০	৭০০	৫০০	২৭০০	৭০০০	৮০০০	৩০৪০০	৩০৪০০	১৫২০০০	৫০৬৭
৬০।	আনারস (রবি)	৭৬০০	১৬০০০	১৪০০	৫০০	২৭০০	৮০০০	৮০০০	৪৪২০০	৪৪২০০	২২১০০০	৭৩৬৭
৬১।	আনারস (খরিপ)	৭৬০০	১৬০০০	৭০০	৫০০	২৭০০	৮০০০	৮০০০	৪৩৫০০	৪৩৫০০	২১৭৫০০	৭২৫০
৬২।	তরমুজ	৬৮০০	৩০০০	২০০০	৯০০	২৭০০	৭০০০	৪০০০	২৬৪০০	২৬৪০০	১৩২০০০	৪৪০০
৬৩।	বাংগী	৩৬০০	৪০০	৭০০	৪০০	২৭০০	৬০০০	৪০০০	১৭৮০০	১৭৮০০	৮৯০০০	২৯৬৭
৬৪।	আম	১৪৩০০	১৫০০০	৬০০০	২৫০০	৪৭০০	৬০০০	২০০০০	৬৮৫০০	৬৮৫০০	৩৪২৫০০	১১৪১৭
৬৫।	লিচু	১৪৩০০	৬০০০	৬০০০	৩০০০	৪২০০	৩০০০	২০০০০	৫৬৫০০	৫৬৫০০	২৮২৫০০	৯৪১৭
৬৬।	বাউকুল/আপেলকুল	৪২৮০০	৩৮৪০০	৬০০০	৩০০০	১১১০০	৪৫০০০	১৫০০০	১৬১৩০০	১৬১৩০০	৮০৬৫০০	২৬৮৮৩
৬৭।	কমলা লেবু (নতুন বাগান সৃজন)	১২৭৫০	৬৩৭৫	২৭০০	১৫০০	৪০০০	৪৫০০	৫০০০	৩৬৮২৫	৩৬৮২৫	১৮৪১২৫	৬১৩৮
৬৮।	কমলা লেবু (পুরাতন বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধি)	১৫০০০	০	৩০০০	৩০০০	২০০০	৫০০০	৫০০০	৩৩০০০	৩৩০০০	১৬৫০০০	৫৫০০
৬৯।	স্ট্রবেরি	১২০০০	১৮০০০০	৫০০০	৮৫০০	৩০০০	৪০০০	১৮০০০	২৩০৫০০	২৩০৫০০	১১৫২৫০০	৩৮৪১৭
(চ)	কন্দাল শস্য											
৭০।	ধৈঞ্চা	০	৩০০	০	০	১২০০	১২০০	০	২৭০০	২৭০০	১৩৫০০	৪৫০
৭১।	আলু (উফশী)	৯৩০০	২৮০০০	২৫০০	৩০০০	২৭০০	৬০০০	৫০০০	৫৬৫০০	৫৬৫০০	১৪১২৫০	৯৪১৭
৭২।	আলু (স্থানীয়)	৪৬০০	১৮০০০	১২০০	৫০০	২৭০০	৪০০০	৩০০০	৩৪০০০	৩৪০০০	৮৫০০০	৫৬৬৭
৭৩।	মিষ্টি আলু	২৫০০	২০০০	৮০০	৪০০	২৭০০	৩৫০০	২০০০	১৩৯০০	১৩৯০০	৬৯৫০০	২৩১৭
৭৪।	কচু	২৫০০	২০০০	৫০০	৫০০	২৭০০	৩০০০	২০০০	১৩২০০	১৩২০০	৬৬০০০	২২০০
৭৫।	ওলকচু	২৫০০	৩০০০	৫০০	৫০০	২৭০০	৩০০০	২০০০	১৪২০০	১৪২০০	৭১০০০	২৩৬৭

পরিশিষ্ট 'গ'

-৫-

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ছ)	তৈল বীজ											
৭৬।	সরিষা (উফশী)	৩৪০০	৩০০	১০০০	৫০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১২২০০	১২২০০	৬১০০০	২০৩৩
৭৭।	সরিষা (স্থানীয়)	২৮০০	২৫০	১০০০	৫০০	২২০০	২৫০০	২০০০	১১২৫০	১১২৫০	৫৬২৫০	১৮৭৫
৭৮।	চীনাবাদাম (খরিপ-১)	৩২০০	১০০০	০	৫০০	২০০	২৫০০	২০০০	৯৪০০	৯৪০০	৪৭০০০	১৫৬৭
৭৯।	চীনাবাদাম (খরিপ-২)	৩২০০	১০০০	০	৫০০	২৭০০	২৫০০	২০০০	১১৯০০	১১৯০০	৫৯৫০০	১৯৮৩
৮০।	চীনা বাদাম (রবি)	৩২০০	১১০০	১০০০	৫০০	২৭০০	২৫০০	২০০০	১৩০০০	১৩০০০	৬৫০০০	২১৬৭
৮১।	সূর্যমুখী (খরিপ-১)	৩২০০	২৫০	৫০০	৪০০	২৭০০	২৫০০	১৮০০	১১৩৫০	১১৩৫০	৫৬৭৫০	১৮৯২
৮২।	সূর্যমুখী (খরিপ-২)	৩২০০	২০০	৫০০	৪০০	২৭০০	২৫০০	১৮০০	১১৩০০	১১৩০০	৫৬৫০০	১৮৮৩
৮৩।	সূর্যমুখী (রবি)	৩২০০	৮০০	১০০০	৪০০	২৭০০	২৫০০	১৮০০	১২৪০০	১২৪০০	৬২০০০	২০৬৭
৮৪।	সূর্যমুখী (উফশী)	৩২০০	৮০০	১০০০	৪০০	২৭০০	২৫০০	২০০০	১২৬০০	১২৬০০	৬৩০০০	২১০০
৮৫।	তিল (খরিপ)	২৬০০	১৫০	৫০০	২৫০	২৭০০	১৮০০	১৫০০	৯৫০০	৯৫০০	৪৭৫০০	১৫৮৩
৮৬।	তিল (রবি)	২৬০০	১৫০	১০০০	২৫০	২৭০০	১৮০০	১৫০০	১০০০০	১০০০০	৫০০০০	১৬৬৭
৮৭।	কুসুম ফুল	২০০০	১৫০	৫০০	২৫০	২৭০০	১৮০০	১৫০০	৮৯০০	৮৯০০	৪৪৫০০	১৪৮৩
৮৮।	তিসি	২০০০	১৫০	৫০০	২৫০	২৭০০	১৮০০	১৫০০	৮৯০০	৮৯০০	৪৪৫০০	১৪৮৩
৮৯।	ওয়েল পাম	৩৮০০	৩০০	১০০০০	২৫০০	৩৬০০	১৮০০	১২০০০	৩৪০০০	৩৪০০০	১৭০০০০	৫৬৬৭
(জ)	ডাল শস্য											
৯০।	সয়াবিন (খরিপ)	৩২০০	৫০০	০	৪০০	২২০০	২৫০০	২০০০	১০৮০০	১০৮০০	৫৪০০০	১৮০০
৯১।	সয়াবিন (রবি)	৩২০০	৫৫০	১০০০	৪০০	২২০০	২৫০০	২০০০	১১৮৫০	১১৮৫০	৫৯২৫০	১৯৭৫
৯২।	মুগডাল (গ্রীষ্মকালীন)	১৪০০	৫০০	০	৪০০	২২০০	২৫০০	১৮০০	৮৮০০	৮৮০০	৪৪০০০	১৪৬৭
৯৩।	মুগডাল (খরিপ)	১৪০০	৫০০	০	৪০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
৯৪।	মুগডাল (রবি)	১৪০০	৫০০	০	৪০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
৯৫।	মাসকালাই (গ্রীষ্মকালীন)	১৪০০	৫০০	০	৪০০	২২০০	২৫০০	১৮০০	৮৮০০	৮৮০০	৪৪০০০	১৪৬৭
৯৬।	মাসকালাই (খরিপ)	১৪০০	৫০০	০	৪০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
৯৭।	মাসকালাই (রবি)	১৪০০	৫০০	০	৪০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
৯৮।	ছোলা	১৫০০	৫০০	৫০০	৬০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৯১০০	৯১০০	৪৫৫০০	১৫১৭

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(জ)	ডাল শস্য											
৯৯।	অড়হর	১২০০	৩০০	০	৪০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৭৯০০	৭৯০০	৩৯৫০০	১৩১৭
১০০।	মসুর	১৬০০	৭০০	৫০০	৪০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৯২০০	৯২০০	৪৬০০০	১৫৩৩
১০১।	খেসারী	১৪০০	৫০০	০	৪০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৮৩০০	৮৩০০	৪১৫০০	১৩৮৩
১০২।	মটর	১৮০০	৬০০	০	৪০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৮৮০০	৮৮০০	৪৪০০০	১৪৬৭
১০৩।	গোমটর	২২০০	৫০০	০	৪০০	২২০০	২০০০	১৮০০	৯১০০	৯১০০	৪৫৫০০	১৫১৭
১০৪।	ভুট্টা (খরিপ)	৬৮০০	১২০০	৫০০	৫০০	২২০০	৩০০০	২০০০	১৬২০০	১৬২০০	৮১০০০	২৭০০
১০৫।	ভুট্টা (রবি)	৮৮০০	১২০০	১৫০০	৪০০	২২০০	৩০০০	২০০০	১৯১০০	১৯১০০	৯৫৫০০	৩১৮৩
১০৬।	ভুট্টা (হাইব্রিড)	৮৮০০	১২০০	১৫০০	৬০০	২২০০	৩০০০	২০০০	১৯৩০০	১৯৩০০	৯৬৫০০	৩২১৭
(ঝ)	অন্যান্য											
১০৭।	মধু চাষ	(মৌমাছিসহ ৫০টি বাক্সের মাধ্যমে মধু উৎপাদন) মৌমাছিসহ ৫০ টি বাক্স তৈরী খরচ (২৪০০*৫০ = ১২০০০০					৩০৬০০	বাক্স পরিবহন ও অন্যান্য খরচ = ৩০০০০	১৮০৬০০	১৮০৬০০	১৮০৬০০	৩৬১২০

ক্রমিক নং	ফসল	অটোক্লেভ	ক্লিন বেঞ্চ	এয়ার কন্ডিশনার	র‍্যাক	রানিং কস্ট (কাঠের গুড়া, গমের ভুষি, প্যাকেট ইত্যাদি)	শ্রমিক	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য খরচ	মোট টাকার পরিমাণ
১০৮।	মাশরুম বীজ (মাসে ২৫০০০ প্যাকেট)	৩ টি = ১৫০০০০	১ টি = ১০০০০০	৩ টি = ১৫০০০০	২০ টি = ২০০০০০	২০০০০০	৬ জন = ৩০০০০	৭০০০০	৯০০০০০
১০৯।	মাশরুম (মাসে ৫০০ কেজি হিসাবে)	-	-	-	২০ টি = ২০০০০০	৬০০০০	৩ জন = ১৫০০০	-	২৭৫০০০

* প্রয়োজন বোধে জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে গঠিত জেলা কৃষি সম্প্রারণ পরিকল্পনা কমিটিতে (ডিএইপিসি) আলোচনা করে বিভিন্ন সারের মাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে।

** যারা নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদ করেন তাদের জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

পরিশিষ্ট 'ঘ'

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ২০১০-২০১১ অর্থবছর
শ্রেণীবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১।	আলু-বোনা আউশ	-	আলু ৫৬৫০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৬৮০০০	২০০%
২।	রোপা আমন স্থানীয় আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ১২৩০০	আলু ৫৬৫০০	সবুজ সার ২৭০০	৭১৫০০	৩০০%
৩।	আলু-কচু	-	আলু ৫৬৫০০	কচু ১৩২০০	৬৯৭০০	২০০%
৪।	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমুখী-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সূর্যমুখী ১২৪০০	মুগ ৮৩০০	৩৯৫০০	৩০০%
৫।	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমুখী-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সূর্যমুখী ১২৪০০	সবুজ সার ২৭০০	৩৩৯০০	৩০০%
৬।	রোপা আমন (উফশী) সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সরিষা ১২২০০	সবুজ সার ২৭০০	৩৩৭০০	৩০০%
৭।	তুলা-ছোলা	তুলা ১৬৭০০	ছোলা ৯১০০	-	২৫৮০০	২০০%
৮।	মাসকালাই-মুগ বোনা আউশ	মাসকালাই ৮৮০০	মুগ ৮৩০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২৮৬০০	৩০০%
৯।	সরিষা-বোনা আউশ	-	সরিষা ১২২০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২৩৭০০	২০০%
১০।	মাসকালাই-সরিষা মসুর-বোনা আউশ	মাসকালাই ৮৮০০	সরিষা-মসুর ১২২০০+৭০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৩৩২০০	৩০০%
১১।	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ১২৩০০	-	সরিষা-বোরো (উফশী) ২৬০০০+৩০০	৩৮৬০০	৩০০%
১২।	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ১২৩০০	সূর্যমুখী ১২৪০০	সবুজ সার ২৭০০	২৭৪০০	৩০০%
১৩।	তিল-বোনা আউশ		তিল ১০০০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২১৫০০	২০০%
১৪।	মিষ্টি আল-কাউন	-	মিষ্টি আলু ১৩৯০০	কাউন ৮৯০০	২২৮০০	২০০%
১৫।	রোপা আমন (উফশী) আলু-ভুট্টা	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	আলু (উফশী) ৫৬৫০০	ভুট্টা ১৬২০০	৯১৫০০	৩০০%
১৬।	সরিষা-বোনা আউশ+ বোনা আমন	-	সরিষা ১২২০০	বোনা আউশ+বোনা আমন ১১৫০০+৪০০	২৪১০০	৩০০%
১৭।	রোপা আমন (উফশী) সরিষা-বোনা আউশ	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সরিষা ১২২০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৪২৫০০	৩০০%
১৮।	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-রোপা আউশ (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ১২৩০০	সরিষা ১২২০০	রোপা আউশ (উফশী) ১৬৯০০	৪১৪০০	৩০০%
১৯।	মুলা-আলু-পাট	-	মুলা-আলু উফশী ৫৬৫০০+১৮০০	পাট ১৩২৫০	৪১৫৫০	৩০০%
২০।	বোনা আমন- আলু-তিল	বোনা আমন ১০৯৫০	আলু (উফশী) ৫৬৫০০	তিল ৯৫০০	৭৬৯৫০	৩০০%
২১।	রোপা আমন (উফশী) আলু (উফশী-বোনা আউশ)	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	আলু (উফশী) ৫৬৫০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৮৬৮০০	৩০০%
২২।	সরিষা-পাট	-	সরিষা ১২২০০	পাট ১৩২৫০	২৫৪৫০	২০০%
২৩।	আলু-পাট	-	আলু (উফশী) ৫৬৫০০	পাট ১৩২৫০	৬৯৭৫০	২০০%
২৪।	রোপা আমন (উফশী) আলু (স্থানীয়) বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	আলু (স্থানীয়) ৩৪০০০	বোরো (উফশী) ২৬২০০	৭৯০০০	৩০০%
২৫।	মসুর-পাট	-	মসুর ৯২০০	পাট ১৩২৫০	২২৪৫০	২০০%
২৬।	মসুর+সরিষা-পাট	-	মসুর+সরিষা ৯২০০+৩০০	পাট ১৩২৫০	২২৭৫০	২০০%
২৭।	মুগ-মসুর-পাট	মুগ ৮৮০০	মসুর ৯২০০	পাট ১৩২৫০	৩১২৫০	৩০০%
২৮।	রোপা আমন (স্থানীয়) মসুর-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ১২৩০০	মসুর ৯২০০	পাট ১৩২৫০	৩৪৭৫০	৩০০%
২৯।	মুলা-মসুর-পাট	-	মুলা+মসুর ১৬২৫০+৭০০	পাট ১৩২৫০	৩০২০০	৩০০%

ক্রমিক নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৩০।	বোনা আমন সরিষা-বোনা আউশ	বোনা আমন ১০৯৫০	সরিষা ১২২০০	বোনা আউশ ১১৫০০	৩৪৬৫০	৩০০%
৩১।	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ১০,০০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২১৫০০	২০০%
৩২।	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন-পাট	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সয়াবিন ১১৮৫০	পাট ১৩২৫০	৪৩৯০০	৩০০%
৩৩।	সরিষা-বোনা আউশ+ বোনা আমন	-	সয়াবিন ১১৮৫০	বোনা আউশ+ বোনা আমন ১১৫০০+৪০০	২৩৭৫০	৩০০%
৩৪।	মুগ-গম-পাট	মুগ ৮৮০০	গম ১৮৯৫০	পাট ১৩২৫০	৪১০০০	৩০০%
৩৫।	মাসকালাই/মুগ মুসুর-বোনা আউশ	মাসকালাই/মুগ ৮৮০০	মসুর ৯২০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২৯৫০০	৩০০%
৩৬।	রোপা আমন (স্থানীয়) ছোলা-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ১২৩০০	ছোলা ৯১০০	পাট ১৩২৫০	৩৪৬৫০	৩০০%
৩৭।	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ১০,০০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২১৫০০	২০০%
৩৮।	চিনা বাদাম-বোনা আউশ	-	চিনা বাদাম ১৩০০০	বোনা আউশ ১১৫০০	২৪৫০০	২০০%
৩৯।	বোনা আমন (উফশী) মিষ্টি আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	মিষ্টি আলু ১৩৯০০	সবুজসার ২৭০০	৩৫৪০০	৩০০%
৪০।	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন-ডিবলিং আউশ	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	সয়াবিন ১১৮৫০	ডিবলিং আউশ ১১৫০০	৪২১৫০	৩০০%
৪১।	মিষ্টি আলু-রোপা আমন (উফশী)	-	মিষ্টি আলু ১৩৯০০	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০	৩২৭০০	২০০%
৪২।	পেঁয়াজ বীজ-মুগ- রোপা আমন (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ১৮৮০০/-	পেঁয়াজ বীজ ৬৪২৮০/-	মুগ ৮৩০০/-	৯১৩০০/-	৩০০%
৪৩।	স্ট্রবেরী-ঢেড়স-পুঁইশাক	পুঁইশাক ১১৫৩০/-	স্ট্রবেরী ২৩০৫০০/-	ঢেড়স ১১১০০/-	২৫৩১৩০/-	৩০০%
৪৪।	কমলা লেবু-০-	কমলা লেবু ৩৬৮২৫/-	০	০	৩৬৮২৫/-	১০০%
৪৫।	আগর-০-	আগর ৬৩৬০০/-	০	০	৬৩৬০০/-	১০০%
৪৬।	মধুচাষ-০-	০	মধুচাষ ১৮০৬০০/-	০	১৮০৬০০/-	১০০%
৪৭।	পামওয়েল পামওয়েল-০-	৩৪০০০/-	০	০	৩৪০০০/-	১০০%
মিশ্র ফসল						
১।	মসুর+সরিষা	-	মসুর+সরিষা ৯২০০+৩০০	-	৯৫০০	২০০%
২।	আখ+আলু	-	আখ+আলু ৩২৬০০+২৮০০০	-	৬০৬০০	২০০%
৩।	আখ+সরিষা	-	আখ+সরিষা ৩২৬০০+৩০০	-	৩২৯০০	২০০%
৪।	আখ+মসুর	-	আখ+মসুর ৩২৬০০+৭০০	-	৩৩৩০০	২০০%
৫।	আখ+ছোলা	-	আখ+ছোলা ৩২৬০০+৫০০	-	৩৩১০০	২০০%
৬।	আখ+সয়াবিন	-	আখ+সয়াবিন ৩২৬০০+৫৫০	-	৩৩১৫০	২০০%
৭।	আখ+চিনাবাদাম	-	আখ+চিনাবাদাম ৩২৬০০+১১০০	-	৩৩৭০০	২০০%
রিলে চাষ						
১।	রোপা আমন-সরিষা	রোপা আমন ১২৩০০	সরিষা ৩০০	-	১২৬০০	২০০%
২।	রোপা আমন-খেসারী	রোপা আমন ১২৩০০	খেসারি ৫০০	-	১২৮০০	২০০%
৩।	রোপা আমন-মসুর	রোপা আমন ১২৩০০	মসুর ৭০০	-	১৩০০০	২০০%

বিঃ দ্রঃ দ্বিতীয় মিশ্র ফসলের জন্য দাম ধরা হবে। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভেদে ফসলের বিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে ফসল পরিবর্তন হতে পারে। স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে সঠিক শস্যক্রম নির্বাচন করতে হবে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখনও পামওয়েলের চাষ হচ্ছেনা। বিক্ষিপ্তভাবে কোন কোন এলাকা পাম গাছ রোপন করা হয়েছে। তবে সরকারী আর্থিক সহায়তা পেলে কৃষকগণ বাণিজ্যিকভিত্তিতে পাম চাষে আগ্রহী হবেন। ময়মনসিংহ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিলেট, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং পার্বত্য এলাকাসহ ২৭টি কৃষি অঞ্চলেই পাম চাষ করা সম্ভব।

ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচী ঃ ২০১০-২০১১ইং অর্থবছর

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(ক)	দানাশস্য			
১।	আউশ (উফশী)	১৮ পৌষ - ০২ বৈশাখ ০১ জানুয়ারী - ১৫ এপ্রিল	১৭ আষাঢ় - ১৬ ভাদ্র ০১ জুলাই - ৩১ আগষ্ট	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
২।	আউশ (স্থানীয়)	১৮ পৌষ - ১৭ চৈত্র ০১ জানুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৭ আষাঢ় - ১৬ শ্রাবণ ০১ জুলাই - ৩১ জুলাই	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৩।	রোপা আমন (উফশী)	১৮ বৈশাখ - ১৬ শ্রাবণ ০১ মে - ৩১ জুলাই	১৭ কার্তিক - ১৭ পৌষ ০১ নভেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ
৪।	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৮ বৈশাখ - ১৬ শ্রাবণ ০১ মে - ৩১ জুলাই	১৭ কার্তিক - ১৭ পৌষ ০১ নভেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ
৫।	বোনা আমন (স্থানীয়)	০৩ ফাল্গুন - ১৭ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী - ৩০ এপ্রিল	১৭ কার্তিক - ১৭ পৌষ ০১ নভেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর	১৬ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৬।	বোরো (উফশী/হাইব্রিড)	১৬ আশ্বিন - ১৮ মাঘ ০১ অক্টোবর - ৩১ জানুয়ারী	০২ বৈশাখ - ১৬ আষাঢ় ১৫ এপ্রিল - ৩০ জুন	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৭।	বোরো (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন - ১৭ পৌষ ০১ অক্টোবর - ৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র - ১৬ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল - ৩০ মে	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৮।	গম (সেচকৃত)	৩০ আশ্বিন - ২৩ অগ্রহায়ন ১৫ অক্টোবর - ০৭ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র - ১৭ বৈশাখ ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৯।	গম (সেচবিহীন)	৩০ আশ্বিন - ২৩ অগ্রহায়ন ১৫ অক্টোবর - ০৭ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১০।	কাউন	১৬ আশ্বিন - ৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন - ৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী - ১৩ এপ্রিল	০১ আষাঢ় ১৫ জুন
১১।	জোয়ার (সরগম)	১৬ আশ্বিন - ৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন - ৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী - ১৩ এপ্রিল	০১ আষাঢ় ১৫ জুন
১২।	বাজরা (পার্ল মিলেট)	১৬ আশ্বিন - ৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন - ৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী - ১৩ এপ্রিল	০১ আষাঢ় ১৫ জুন
১৩।	বার্লি যব	১৬ আশ্বিন - ৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন - ৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী - ১৩ এপ্রিল	০১ আষাঢ় ১৫ জুন
১৪।	চিনা	১৬ আশ্বিন - ৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন - ৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী - ১৩ এপ্রিল	০১ আষাঢ় ১৫ জুন
খ)	অর্থকরী ফসল ঃ			
১৫।	পাট	০২ মাঘ - ১৬ চৈত্র ১৫ জানুয়ারি - ৩০ মার্চ	৩১ আষাঢ় - ৩১ ভাদ্র ১৫ জুলাই - ১৫ সেপ্টেম্বর	০১ অগ্রহায়ন ১৫ নভেম্বর
১৬।	শন	০৩ ফাল্গুন - ০১ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী - ১৫ মার্চ	০১ আষাঢ় - ৩১ ভাদ্র ১৫ জুন - ১৫ সেপ্টেম্বর	০১ অগ্রহায়ন ১৫ নভেম্বর
১৭।	আখ	১৭ ভাদ্র - ১৭ পৌষ ০১ সেপ্টেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর	১৭ কার্তিক - ১৮ পৌষ ০১ নভেম্বর - ৩১ জানুয়ারী	১৭ চৈত্র (পরের বছর) ৩১ মার্চ (পরের বছর)
১৮।	পান	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
১৯।	আমেরিকান জাতের তুলা-ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ	১৭ আষাঢ় - ১৫ আশ্বিন ০১ জুলাই - ৩০ সেপ্টেম্বর	পৌষ - চৈত্র জানুয়ারী - মার্চ	১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
২০।	কুমিল্লা তুলা-বান্দরবন, রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	০১ বৈশাখ - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪ এপ্রিল - ৩১ মে	আশ্বিন - পৌষ অক্টোবর - ডিসেম্বর	১৭ মাঘ ৩০ জানুয়ারী
২১।	আগর	মে-জুন	রোপনের ১৫-২০ বছর পর এবং আগর গাছ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে পরিপক্ক হলে সারা বছরই গাছ কর্তন করা যায়।	গাছ কর্তনের শুরু থেকেই
গ)	রবি সব্জী ঃ			
২২।	সীম	১৭ শ্রাবণ-১৫ আশ্বিন ০১ আগষ্ট - ৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ কার্তিক - ১৬ ফাল্গুন ০১ নভেম্বর - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
২৩।	লালশাক	০২ মাঘ - ৩১ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারী - ১৫ সেপ্টেম্বর	০১ অগ্রহায়ন - ১৬ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
২৪।	পালংশাক	০২ মাঘ - ১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী - ৩১ ডিসেম্বর	১৬ আশ্বিন - ১৭ চৈত্র ০১ অক্টোবর - ৩১ মার্চ	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
২৫।	লাউ	১৬ আশ্বিন - ০১ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ - ১৭ চৈত্র ০১ জানুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
২৬।	মুলা	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ - ১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
২৭।	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ - ১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
২৮।	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ - ১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
২৯।	ওলকপি	১৭ কার্তিক - ১৬ পৌষ ০১ নভেম্বর - ৩০ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ - ১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৩০।	শালগম	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ - ১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৩১।	গাজর	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৩২।	মটরসুটি	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৩।	বরবটি	১৮ পৌষ - ১৭ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী - ০১ মার্চ	০১ বৈশাখ - ৩১ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল - ১৫ সেপ্টেম্বর	০১ অগ্রহায়ন ১৫ নভেম্বর
৩৪।	লেটুস	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৫।	ঢেড়ঁশ (রবি)	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৬।	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৭।	টমেটো	৩১ শ্রাবণ - ১৬ অগ্রহায়ন ১৫ আগস্ট - ৩০ নভেম্বর	১৬ আশ্বিন - ১৭ চৈত্র ০১ অক্টোবর - ৩১ মার্চ	১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
ঘ)	খরিপ সব্জী			
৩৫।	শশা	০২ মাঘ - ০১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী - ১৫ মার্চ	১৮ চৈত্র - ১৭ জৈষ্ঠ্য ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ন ৩০ নভেম্বর
৩৯।	কলমি শাক	০৩ ফাল্গুন - ০২ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী - ১৫ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ - ১৫ ভাদ্র ৩১ মে - ৩০ আগস্ট	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৪০।	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪১।	পটল	১৮ পৌষ - ১৬ চৈত্র ০১ জানুয়ারী - ৩০ মার্চ	১৮ চৈত্র - ১৫ শ্রাবণ ০১ এপ্রিল - ৩০ জুলাই	১৫ ভাদ্র ৩০ আগস্ট
৪২।	ঢেড়ঁশ (খরিপ)	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৩।	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৪।	চাল কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৫।	করল্লা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪৬।	কাকরোল	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৭ জ্যৈষ্ঠ - ১৬ আষাঢ় ৩১ মে - ৩০ জুন	১৬ অগ্রহায়ন ৩০ নভেম্বর
৪৭।	ঝিংগা	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ন ৩০ নভেম্বর
৪৮।	চিচিংগা	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ন ৩০ নভেম্বর
৪৯।	ধুন্দুল	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ন ৩০ নভেম্বর
৫০।	পুঁই	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ন ৩০ নভেম্বর
৫১।	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
ঙ)	মসলা			
৫২।	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫৩।	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র - ১৭ জৈষ্ঠ্য ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৫৪।	পেঁয়াজ বীজ	আশ্বিন - অগ্রহায়ন অক্টোবর - নভেম্বর	ফাল্গুন - বৈশাখ মার্চ - এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫৫।	রসুন	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র - ১৭ জৈষ্ঠ্য ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৫৬।	আদা	১৮ পৌষ - ১৬ চৈত্র ০১ জানুয়ারী - ৩০ মার্চ	১৬ আশ্বিন - ১৬ পৌষ ০১ অক্টোবর - ৩০ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ ৩১ জানুয়ারী

পরিশিষ্ট 'ঙ'

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৫৭।	হলুদ	১৮ পৌষ - ১৬ চৈত্র ০১ জানুয়ারী - ৩০ মার্চ	১৭ অগ্রহায়ন - ১৮ মাঘ ০১ ডিসেম্বর - ৩১ জানুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৮।	জিরা	১৭ অগ্রহায়ন - ১৬ ফাল্গুন ০১ ডিসেম্বর - ২৮ ফেব্রুয়ারী	০১ ফাল্গুন - ৩০ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী - ১৪ মার্চ	০১ আষাঢ় ১৫ জুন
চ)	ফল			
৫৯।	পেঁপে *	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	৩১ ভাদ্র - ০১ অগ্রহায়ন ১৫ সেপ্টেম্বর - ১৫ নভেম্বর	১৬ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৬০।	কলা *	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	৩১ ভাদ্র - ০১ অগ্রহায়ন ১৫ সেপ্টেম্বর - ১৫ নভেম্বর	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ
৬১।	আনারস (রবি)	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	০১ আশ্বিন - ৩০ কার্তিক ১৬ সেপ্টেম্বর - ১৪ নভেম্বর (পরের বছর)	০২ জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে (পরের বছর)
৬২।	আনারস (খরিপ)	১৯ মাঘ - ০২ বৈশাখ ০১ ফেব্রুয়ারী - ১৫ এপ্রিল	০১ চৈত্র - ৩১ বৈশাখ (পরের বছর) ১৫ মার্চ - ১৪ মে (পরের বছর)	৩০ কার্তিক (পরের বছর) ১৪ নভেম্বর (পরের বছর)
৬৩।	তরমুজ	১৬ আশ্বিন - ১৬ পৌষ ০১ অক্টোবর - ৩০ ডিসেম্বর	১৭ ফাল্গুন - ০১ আষাঢ় ০১ মার্চ - ১৫ জুন	১৬ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৪।	বাংগী	১৬ আশ্বিন - ১৬ পৌষ ০১ অক্টোবর - ৩০ ডিসেম্বর	১৮ বৈশাখ - ০২ আষাঢ় ০১ মে - ১৬ জুন	১৬ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৫।	আম	০২ বৈশাখ - ৩১ আষাঢ় ১৫ এপ্রিল - ১৫ জুলাই	০২ বৈশাখ - ৩১ শ্রাবণ ১৫ এপ্রিল - ১৫ আগস্ট	৩১ আষাঢ় ১৫ জুলাই
৬৬।	লিচু	০৩ ফাল্গুন - ০২ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী - ১৫ এপ্রিল	বৈশাখ - আষাঢ় মে - জুন	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৬৭।	বাউকুল/আপেলকুল	পৌষ - ফাল্গুন জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী	পৌষ - ফাল্গুন জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী	ফাল্গুন - বৈশাখ মার্চ - এপ্রিল (ফসল সংগ্রহের বছর)
৬৮।	কমলা লেবু	চৈত্র - জ্যৈষ্ঠ এপ্রিল - মে	নতুন বাগানের ক্ষেত্রে ৪-৫ বছর পর ডিসেম্বর মাস ও পুরাতন বাগানের ক্ষেত্রে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস।	পৌষ - ফাল্গুন জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী
৬৯।	স্ট্রবেরী	আশ্বিন - অগ্রহায়ন অক্টোবর - নভেম্বর	মাঘ - চৈত্র ফেব্রুয়ারী - মার্চ	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই
ছ)	কন্দল শস্য			
৭০।	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র - ১৭ পৌষ ০১ সেপ্টেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	চৈত্র - জ্যৈষ্ঠ এপ্রিল - মে
৭১।	আলু (স্থানীয়)	১৭ ভাদ্র - ১৭ পৌষ ০১ সেপ্টেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	চৈত্র - জ্যৈষ্ঠ এপ্রিল - মে
৭২।	মিষ্টি আলু	১৭ ভাদ্র - ১৭ পৌষ ০১ সেপ্টেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
৭৩।	কচু	১৮ পৌষ - ১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ - ১৫ আশ্বিন ০১ আগস্ট - ৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৭৪।	ওলকচু	১৮ পৌষ - ১৬ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী - ২৮ ফেব্রুয়ারী	অগ্রহায়ন - মাঘ ডিসেম্বর - জানুয়ারী	বৈশাখ - আষাঢ় মে-জুন (পরের বছর)
জ)	তৈল বীজ শস্য			
৭৫।	সরিষা (উফশী)	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	০২ মাঘ - ১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৭৬।	সরিষা (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	০২ মাঘ - ১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৭৭।	চিনাবাদাম (খরিপ-১)	১৮ পৌষ - ০৩ ফাল্গুন ০১ জানুয়ারী -১৫ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ - ১৫ আশ্বিন ০১ আগস্ট - ৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৭৮।	চিনাবাদাম (খরিপ-২)	০১ জ্যৈষ্ঠ - ১৬ শ্রাবণ ১৫ মে - ৩১ জুলাই	১৭ অগ্রহায়ন - ১৬ ফাল্গুন ০১ ডিসেম্বর - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
৭৯।	চিনাবাদাম (রবি)	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ০১ এপ্রিল - ৩১ মে	১৬ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
৮০।	সূর্যমুখী (খরিপ-১)	০৪ চৈত্র - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মার্চ - ৩১ মে	৩১ আষাঢ় - ৩১ ভাদ্র ১৫ জুলাই - ১৫ সেপ্টেম্বর	০২ মাঘ ১৫ জানুয়ারী
৮১।	সূর্যমুখী (খরিপ-২)	৩১ আষাঢ় - ১৫ আশ্বিন ১৫ জুলাই - ৩০ সেপ্টেম্বর	০১ অগ্রহায়ন - ০২ মাঘ ১৫ নভেম্বর - ১৫ জানুয়ারী	২৭ বৈশাখ ১০ মে
৮২।	সূর্যমুখী (রবি)	১৬ আশ্বিন - ০১ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ - ১৭ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ৩১ মার্চ	১৬ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৮৩।	তিল (খরিপ)	১৯ মাঘ - ৩০ চৈত্র ০১ ফেব্রুয়ারী - ১৩ এপ্রিল	১৮ জ্যৈষ্ঠ - ১৬ আষাঢ় ০১ জুন - ৩০ জুন	১৬ অগ্রহায়ন ৩০ নভেম্বর
৮৪।	তিল (রবি)	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ - ০১ চৈত্র ০১ জানুয়ারী - ১৫ মার্চ	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন

পরিশিষ্ট 'ঙ'

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৮৫।	গর্জন তিল/গুজি তিল	১৬ আশ্বিন - ৩০ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ১৪ ডিসেম্বর	০২ মাঘ - ০১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী - ১৫ মার্চ	১৬ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৮৬।	কুসুম ফুল (সেফ ফ্লাউয়ার)	১৬ আশ্বিন - ৩০ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ১৪ ডিসেম্বর	০২ মাঘ - ০১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী - ১৫ মার্চ	১৬ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৮৭।	সয়াবিন (খরিপ)	৩১ আষাঢ় - ১৫ আশ্বিন ১৫ জুলাই - ৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ কার্তিক - ১৮ মাঘ ০১ নভেম্বর - ৩১ জানুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৮৮।	সয়াবিন (রবি)	১৭ কার্তিক - ১৮ মাঘ ০১ নভেম্বর - ৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ০১ মার্চ - ৩১ মে	১৬ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৮৯।	পামওয়েল	জ্যৈষ্ঠ - শ্রাবণ জুন - জুলাই	রোপনের ৫-৭ বছর পর	ফসল সংগ্রহের পর
ঝ)	ডাল শস্য			
৯০।	মুগডাল (গ্রীষ্মকালীন)	১৭ ফাল্গুন - ০২ বৈশাখ ০১ মার্চ - ১৫ এপ্রিল	৩০ বৈশাখ - ১৭ আষাঢ় ১৩ মে - ০১ জুলাই	১৬ আশ্বিন ০১ অক্টোবর
৯১।	মুগডাল (খরিপ)	১৭ শ্রাবণ - ১৫ আশ্বিন ০১ আগস্ট - ৩০ সেপ্টেম্বর	৩০ আশ্বিন - ১৭ পৌষ ১৫ অক্টোবর - ৩১ ডিসেম্বর	১৭ ফাল্গুন ০১ মার্চ
৯২।	মুগডাল (রবি)	১৭ শ্রাবণ - ০১ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ১৫ নভেম্বর	০১ পৌষ - ১৬ ফাল্গুন ১৫ ডিসেম্বর - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ ০১ আগস্ট
৯৩।	মাসকালাই (গ্রীষ্মকালীন)	১৭ ফাল্গুন - ০২ বৈশাখ ০১ মার্চ - ১৫ এপ্রিল	০৩ জ্যৈষ্ঠ - ৩১ আষাঢ় ১৭ মে - ১৫ জুলাই	১৭ শ্রাবণ ০১ আগস্ট
৯৪।	মাসকালাই (খরিপ)	০১ জ্যৈষ্ঠ - ৩০ আষাঢ় ১৫ মে - ১৪ জুলাই	৩১ শ্রাবণ - ৩০ আশ্বিন ১৫ আগস্ট - ১৫ অক্টোবর	১৭ কার্তিক ০১ নভেম্বর
৯৫।	মাসকালাই (রবি)	৩০ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ১৫ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	২৪ পৌষ - ১৬ ফাল্গুন ০৭ জানুয়ারী - ২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ চৈত্র ৩০ মার্চ
৯৬।	ছোলা	৩০ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ১৫ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	০১ চৈত্র - ১৭ বৈশাখ ১৫ মার্চ - ৩০ এপ্রিল	১৬ জ্যৈষ্ঠ ৩০ মে
৯৭।	অড়হর	৩০ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ১৫ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	০১ চৈত্র - ১৭ বৈশাখ ১৫ মার্চ - ৩০ এপ্রিল	১৬ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৯৮।	মসুরী	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	০১ মাঘ - ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী - ১৪ মার্চ	৩১ বৈশাখ ১৪ মে
৯৯।	খেসারী	১৬ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ০১ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	০২ মাঘ - ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী - ১৪ মার্চ	৩১ বৈশাখ ১৪ মে
১০০।	মটর	৩০ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ১৫ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	০১ চৈত্র - ১৭ বৈশাখ ১৫ মার্চ - ৩০ এপ্রিল	১৬ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০১।	গো-মটর	৩০ আশ্বিন - ১৬ অগ্রহায়ন ১৫ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর	০১ চৈত্র - ১৭ বৈশাখ ১৫ মার্চ - ৩০ এপ্রিল	১৬ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
ঞ)	দানা শস্য			
১০২।	ভুট্টা (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন - ১৭ বৈশাখ ০১ মার্চ - ৩০ এপ্রিল	১৮ জ্যৈষ্ঠ - ১৬ শ্রাবণ ০১ জুন - ৩১ জুলাই	১৬ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
১০৩।	ভুট্টা (রবি)	১৬ আশ্বিন - ৩০ কার্তিক ০১ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর	০২ ফাল্গুন - ৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী - ১৩ এপ্রিল	০১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ মে
১০৪।	সবুজ সার (ধৈঞ্চা/ছনপট)	মাঘ - চৈত্র ফেব্রুয়ারী - মার্চ	আষাঢ় - ভাদ্র জুলাই - আগস্ট	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
ট)	অন্যান্য			
১০৫।	মধু চাষ	কার্তিক - পৌষ নভেম্বর - ডিসেম্বর	শীত মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারী/০৩ ফাল্গুন বসন্ত মৌসুমে ১৫ জুন/০১ আষাঢ়	মধু সংগ্রহের মাস থেকেই

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

ক) ক্রমিক নং-৭০ হতে ১০৪ পর্যন্ত শস্য/খাতসমূহ সাধারণ ঋণ কর্মসূচীর পাশাপাশি শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীরও অন্তর্ভুক্ত।
খ) তারকা (*) চিহ্নিত ফসলগুলো সারা বছরই চাষাবাদ হয় বিধায় ব্যাংক সমূহ সারা বছরই উক্ত খাতসমূহে ঋণদান করতে পারবো। ফসল পঞ্জিকায় বর্ণিত বাংলাও ইংরেজী তারিখের মধ্যে গরমিল দেখা দিলে ইংরেজী তারিখ অনুসরণীয়।